করুণাময়, দয়ালু আল্লাহ্ পাকের রহমত ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া লাভের উপায়

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করার জন্য মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে এবং পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহ্ এই নির্দেশ পালনকারীকে তাৎক্ষনিকভাবে পুরস্কৃত করারও ব্যবস্থা রেখেছেন। একবার দরূদ পাঠকারীর উপর মহান আল্লাহ পাক সাথে সাথে দশবার রহমত নাযিল করেন, দশটি পুন্য আমলনামায় লিখিত হয়, দশটি গুনাহ মুছে যায় এবং দশটি মর্তবা উচ্চ হয়। পৃথিবীর যেখান থেকেই দরূদ পাঠ করা হউক না কেন তা সাথে সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছানোর জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। ফেরেশতাগণ অমুকের ছেলে অমুক, অমুক স্থান থেকে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছে বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কারো দরূদ আমার নিকট উপস্থাপিত হলে আমি তার জন্য রহমতের প্রার্থনা করি এবং সে আমার শাফায়াত লাভ করে থাকে। কাজেই দরূদের সর্ববৃহৎ উপকারিতা হলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দরূদের জবাব দান। এটা তাঁর সার্বক্ষণিক তরিকা। বলাবাহুল্য, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া লাভ করার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। এটা সারা জীবনে একবার অর্জিত হওয়াও লাখো কারামতের উপায় ও নিরাপত্তার ফলশ্রুতি। এই সৌভাগ্য অর্জিত হওয়া নিশ্চিত। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের সহিত এবং সরওয়ারে কায়েনাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দরূদ শরীফই শ্রেষ্ঠ আমল।

প্রতিদিন আন্তরিকতার সহিত নিবিষ্ট মনে কিছু সময় দরূদ পাঠে অভ্যস্ত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। ইহার উপকারিতা বর্ণনাতীত এবং ফযীলত কল্পনাতীত। দরূদ শরীফের উপর এই ক্ষুদ্র সংকলনটি প্রত্যহ আপনার দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে রাখুন, সামান্য হলেও প্রতিদিন এ থেকে কিছু পাঠ করুন, একবার পড়ে রেখে না দিয়ে বার বার পাঠ করুন। এটি আপনাকে দরূদ পাঠকারী হিসেবে তৈরী হতে সাহায্য করবে। প্রতিদিন একই রকম খাদ্য খেয়েও আমরা বিরক্ত হই না, কারণ আমরা জানি খাদ্য আমাদের শক্তি জোগায়। তেমনি প্রতিদিন দরূদ পড়েও আমাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ আমরা নিশ্চিত জানি যে দরূদ আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বয়ে আনে এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। করুণাময় দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে দরূদ পাঠকারী হিসেবে কবুল করুন। আমীন॥

বিনীত
সংকলক

বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত ও উপকারিতা

(সংকলন)



সংকলক
কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

দরূদ শরীফের বই প্রকাশের উপকারিতা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, কোন গ্রন্থে তার প্রতি ফেরেশতাগণ দরূদ প্রেরণ করতে থাকবে যতদিন সে গ্রন্থে আমার নাম থাকে। (দালায়েলুল খায়রাত, পৃষ্ঠা ৮)

* কোন কিতাব পাঠ করিলে তন্মধ্যে আমার নাম পড়িয়া যদি কেহ দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে যতদিন সেই কিতাবে আমার নাম বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। (ইহা আল্লামা তাবারানী এবং আরো অনেকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন।) (ফদলুস সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ২৩)
* যদি কেহ আমার হাদীস লিখিবার সময় তদসহিত আমার উপর দরূদ শরীফ লিখিয়া থাকে তবে যতদিন পর্যন্ত সেই কিতাব মনুষ্য সমাজে পাঠিত হইতে থাকিবে ততদিন তাহার (ঐ লেখকের) সাওয়াব হইতে থাকিবে। (ইহা আল্লামা দারে কুত্বনি এবং আরো অনেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) বরাতে বর্ণনা করেছেন।) (ফদলুস সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ২৩)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের সাথে পূর্ণ দরূদ শরীফ লেখার ফযীলত ও উপকারীতা উপরোক্ত হাদিস সমূহ থেকে প্রমাণীত হয়। এই পুস্তকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের সাথে মোট ২৫০ বার দরূদ শরীফ লেখা হয়েছে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এই প্রথমবার পুস্তকটি দুই হাজার কপি ছাপানো হচ্ছে। দুই হাজার কপি পুস্তকে মোট ২৫০ × ২০০০ = ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) বার দরূদ শরীফ ছাপানো হলো।

দরূদ শরীফের উপর প্রকাশিত বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গগণের পুস্তকসমূহ থেকে দরূদ শরীফের ফযীলত ও উপকারীতা নিয়ে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়গুলো চয়ন করে এই সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরী করা হয়েছে। পুস্তকের কলেবর কমিয়ে মাত্র ৩২ পৃষ্ঠায় আনা হয়েছে, উদ্দেশ্য যাতে অল্প সময়ে পুস্তকটি পড়ে দরূদ শরীফের গুরুত্ব অনুধাবন সহজ হয় এবং মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আশায় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে কোন মুসলমান ভাই চাইলে যেন খুব স্বল্প খরচে পুস্তকটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করে সাওয়াবের অংশীদার হতে পারেন। ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার একটি সদকায়ে জারিয়া। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও কেয়ামত পর্যন্ত এর সাওয়াব কবরে পৌছাতে থাকবে।

www.easywaytoislam.wordpress.com-এই ওয়েব সাইটে পুস্তকটির মুল সফট কপি দেয়া আছে। ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করে পুস্তকে কোন অক্ষর সংযোজন বা বিয়োজন না করে হুবুহু যত কপি ইচ্ছা ছাপাতে পারেন। কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। শুধু ই-মেইলে ও ফোনে জানালেই যথেষ্ট হবে। তবে পুস্তকটি অর্থের বিনিময়ে বিক্রির জন্য নয়। বিনামুল্য বিতরণের জন্য ছাপাতে পারবেন।

ছাপানোর সামর্থ না থাকলে পুস্তকটির সফট কপি আপনার পরিচিত জনদের নিকট প্রেরণ করুন। সফট কপি বিতরণ করেও পুস্তক ছাপানোর ন্যায় সাওয়াব লাভে সক্ষম হবেন-ইনশাআল্লাহ। কারণ প্রতিটি সফট কপিতেও ২৫০ বার দরূদ শরীফ লিখিত আছে।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা ও আশা এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে এই মোবারক কাজে শরীক হওয়ার তাওফিক দান করেন এবং এই কাজটি আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা করে দেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

বিনীত
সংকলক

প্রয়োজনীয় পুস্তক ও ওয়েব সাইট

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখা শ্রেষ্ঠ আমলের মধ্যে গন্য। এই আন্তরিকতা তৈরী হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও জীবনী নিয়ে লিখিত বই পুস্তক পড়া একান্ত প্রয়োজন। এই সংক্রান্ত কিছু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম নিম্নে দেয়া হলো:

* সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মূল: সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী ও আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহ.), আনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* রাহমাতুল লিল আলামীন, সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৩খণ্ড। মূল: কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, অনুবাদ: হাসান আব্দুল খালেক, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তরঙ্গ জীবন। অনুবাদও সম্পাদনা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় প্রসঙ্গ। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* খাসায়েসুল কুবরা (মোজেজা সমূহ নিয়ে লিখিত), ২খণ্ড। মূল: আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রহ.), অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মূল: আরেফ বিল্লাহ ডা: মো: আবদুল হাই, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* রওজা শরীফের ইতিকথা, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট বিশ্বনবী (মেরাজে রাসূল), মাওলানা মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান নাদভী, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স।
* ইমাম বুসিরী (রহ.)-এর কাসিদাতুল বোরদা, কাব্যানুবাদ: মুহাম্মদ রূহুল আমীন খান, প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স। সফটকপি দেখুন এখানে- www.easywaytoislam.wordpress.com
* সহি ইসলামিক প্রশ্নোত্তর পাওয়ার জন্য দেখুন, www.mashikmadina.wordpress.com মাসিক মদিনা পত্রিকার প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকাশিত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ নিয়ে প্রকাশিত উক্ত ওয়েব সাইটে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনার জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।
* পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে "মা'আরেফুল কোরআন" সর্ব বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত। বাংলা মা'আরেফুল কোরআন নিয়ে প্রকাশিত www.marefulquran.wordpress.com এই ওয়েব সাইটে মা'আরেফুল কোরআন পড়তে পারবেন, সফট কপি ডাউনলোড করে ডেস্কটপে, ল্যাপটপে, ট্যাবে বা মোবাইল ফোনে পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ।
* ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে সংগ্রহপূর্বক www.easywaytoislam.wordpress.com এই ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। আগ্রহী মুসলমানগণ যাতে সর্বাধিক সহি-শুদ্ধ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন, এই প্রচেষ্টাকে সামনে রেখে ওয়েব সাইটটি পরিচালনা করা হয়।

দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত ও উপকারিতা

(সংকলন)

যে সকল পুস্তক থেকে সংকলিত

- ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত (দরূদ শরীফের ফজিলত)
  মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ মেদিনীপুরী
- হৃদয়তীর্থ মদিনার পথে
  শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.)
- যিকরুল্লাহ ও দরূদ শরীফের ফাজায়েল ও মাসায়েল
  মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)
- দালায়েলুল খায়রাত
  আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে সোলায়মান যাজুলী (রহ.)
- স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
  মাওলানা মুহিউদ্দিন খান

সংকলক
কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া
krishibidaminul@gmail.com

সংকলনে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(১) **ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত**: ফুরফুরা শরীফের প্রয়াত বুযুর্গ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত 'ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত' দরূদ শরীফের উপর লিখিত একটি মহা মূল্যবান কিতাব। নবী প্রেমিকদের নিকট সমাদৃত এই কিতাবটির আদ্যপান্ত পড়ে মাসিক মদিনা পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান মুগ্ধ হন। তিনি এই কিতাবে কলবের খোরাক আছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি নিজে এই পুস্তক এক হাজার কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। পুস্তকটির সফট কপি পেতে পারেন এখানে- www.easywaytoislam.wordpress.com
প্রকাশক: সৈয়দ মুহা. সালিমুর রহমান, রাজফুলবাড়ীয়া, সাভার, ঢাকা। ফোন: ০১৭২৯২৪৫৪৪২।

(২) **হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে**: উপ-মহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় হাদীসতত্ত্ববিদ ছুফী আলেম হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভীর (রহ.) 'জযবুল-কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' ওলামা মাশায়েখ ও ছুফী সাধকগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত একখানা আকর্ষনীয় গ্রন্থ। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবাস ভূমি মদিনা মোনাওয়ারা সম্পর্কিত এমন হৃদয়গ্রাহী পুস্তক খুব কমই রচিত হয়েছে। ভক্তজনদের আন্তরিক আকর্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রচিত এটি একটি অনবদ্য রচনা। মাসিক মদিনা পত্রিকার সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান 'হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে' নামে এই অনন্য পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন।
প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন: ৭১১৯২৩৫

(৩) **যিকরুল্লাহ ও দরূদ শরীফের ফাজায়েল ও মাসায়েল**: পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহের মধ্যে সাম্প্রতিক কালের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে তফসীরে মারেফুল কোরআন। এই মহোত্তম গ্রন্থের রচয়িতা বিগত শতাব্দির শীর্ষস্থানীয় আলেম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)। তিনি দীর্ঘকাল দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। শুধু দরূদ ও যিকির নিয়ে অতি সহজ ভাষায় অনন্য সাধারণ এ কিতাবটি তিনি লিখে গেছেন। মহান আল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এটি একটি অমূল্য কিতাব।
প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন: ৭১১৯২৩৫

(৪) **দালায়েলুল খায়রাত**: আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে সোলায়মান যাজুলী (রহ.) দরূদ শরীফের ওজিফার এই বিশেষ কিতাব লিখে গেছেন। এই বরকতময় কিতাবটি দুনিয়ার সর্বত্র ভক্তগণ সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করে অশেষ মঙ্গল লাভ করছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই কিতাবে যেভাবে দরূদ ও সালাম পেশ করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। তাই এই গ্রন্থের বরকত বর্ণনাতীত। এর ফজিলত কল্পনাতীত।
অনুবাদক: মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রকাশক: মোঃ শহীদুল ইসলাম, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

(৫) **স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**: মাসিক মদিনা পত্রিকার সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অতীতের বিশিষ্ট্য বুযুর্গগণ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে পেয়েছেন তার বর্ণনা বিভিন্ন কিতাব থেকে সংগ্রহ করে উক্ত মহামূল্যবান গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগৃহীত এই ঘটনাসমূহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহীদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।
প্রকাশক: মদিনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন: ৭১১৯২৩৫

সংকলকের আরজ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

(আমরা প্রশংসা করি আল্লাহ তায়ালার এবং দরূদ প্রেরণ করি তাঁর মহান রাসূলের উপর)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে)

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন এবং দরূদ ও সালাম সেই নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি, তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের প্রতি ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজারো শোকর আদায় করছি, যাহার অশেষ দয়া ও করুণার ফলশ্রুতি স্বরূপ দরূদ শরীফ নিয়ে এই সংকলনটি পাঠকগণের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি ।

সরাসরি মহান আল্লাহ পাকের রহমত লাভের এবং রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া লাভের উপায় হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আন্তরিকতার সাথে দরূদ শরীফ পাঠ করা । ঈমান এবং আমলের দিক থেকে আপনার অবস্থা যতই কমজোর দূর্বল হউক না কেন, অন্তরের অন্তস্থল থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক মহব্বত রেখে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকুন এবং ফরয ও সুন্নত আমলগুলো পালনের আন্তরিক চেষ্টা চালাতে থাকুন । আল্লাহর অশেষ রহমতে ইনশাআল্লাহ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সঠিক পথের অনুসারী হয়ে যেতে পারবেন । কারণ একবার দরূদ শরীফ পাঠের ফলে দশবার আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় । এই দরূদ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাথে সাথে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন এবং তিনি দরূদ প্রেরণকারীর জন্য রহমতের প্রার্থনা করেন । ফলে আন্তরিকভাবে দরূদ প্রেরণকারী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পরিচিতি শক্তি হয়ে উঠেন ।

দরূদ শরীফ ঈমানদারগণের জন্য অনেক বড় নেয়ামত । দরূদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দরূদ শরীফের উপর প্রণীত অতীতের যুগ শ্রেষ্ঠ বুযুর্গগণের কয়েকটি বই থেকে নির্বাচিত কিছু লেখা নিয়ে এই সংকলন তৈরী করা হয়েছে । পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাব-এর ৫৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলেছেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর রহমত নাযিল করিবার জন্য প্রার্থনা করিও এবং সালাম দিও ।”

মহান আল্লাহ পাকের উক্ত নির্দেশ থেকে দরূদ শরীফ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় । **নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রহমত নাযিল করার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করার নামই হলো দরূদ পাঠ** । তাই যুগ যুগ ধরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দরূদ শরীফ পাঠ করাকে সর্বোত্তম আমল সমূহের মধ্যে পরিগনিত করেছেন ।

পৃথিবীর এই ক্ষনস্থায়ী জীবনের কর্মফলের উপর পরজগতের অনন্তকালের জীবনে আমরা সুখে থাকব না দুঃখে থাকব তা নির্ভর করছে । পৃথিবীর জীবনটা আপনার কাছে কেমন এর জবাবে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, “আমার ধন-সম্পদ ও দুনিয়া বা আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ হলো কোন মুসাফির গরমের দিনে চলতে চলতে কোন বৃক্ষের ছায়াতলে দিনের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো, তারপর তা ছেড়ে গেল ।” (তিরমিজি)

পথিকের বৃক্ষের ছায়াতলে অবস্থানের সময়টিই হলো আমাদের পৃথিবীর জীবন । পথিক বিশ্রামস্থলে আরাম আয়েশের চিন্তা করে না । বেশী সময় থাকারও চিন্তা করে না । কারণ সে নিশ্চিত জানে যে একটু পরেই তাকে আসল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে । আসল গন্তব্যে পৌঁছার জন্য শক্তি সঞ্চয় করাই তার বিশ্রামের উদ্দেশ্য ।

তেমনি আমাদের পৃথিবীর জীবনটাও খুই ক্ষনস্থায়ী । পরজগতের অনন্তকালের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করাই আমাদের পৃথিবীতে অবস্থানের উদ্দেশ্য । পরকালে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা

পেয়ে কিভাবে আমরা আল্লাহর রহমত তথা জান্নাত লাভ করতে পারি সেই পথ নির্দেশ আমরা লাভ করেছি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে । মহান আল্লাহ পাক তাঁর উপর পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন । এই পবিত্র কোরআনের এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পথের অনুসারী হয়ে পরকালে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে আল্লাহর রহমত তথা জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে ।

পরকালের অনন্তকালের জীবনে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাতী হতে পারবেন এমন পথ নির্দেশ আর কেহ কি আপনাকে দিতে পারবে? আপনার বাবা, মা, সন্তান, শিক্ষক, অভিভাবক এমন কেহ কি আছে যিনি আপনাকে পরকালের মুক্তির অন্য কোন পথ দেখিয়ে দিতে পারবেন?

যার মাধ্যমে আপনি ইহকাল ও পরজগতের অনন্তকালের আসল জীবনের মুক্তির পথ পেয়েছেন তিনিই কি আপনার সবচেয়ে আপন ব্যক্তি নন?

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা আমি তোমাদের বেশী আপন না হই ততক্ষন পর্যন্ত তুমি প্রকৃত মুমিন নও ।”

আমরা আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে মুসলমান হয়েছি । পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণে ইসলামী শরীয়তের উপর চলার মাধ্যমে মুক্তির পথ পেয়ে গেছি ।

এই ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীবৃন্দ অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন । নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আপন বাড়ী ঘর ছেড়ে দেশান্তরিত হয়েছিলেন । তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা ইসলাম ধর্ম পেয়েছি । হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনী পড়ে তার নিজের এবং সাহাবাগণের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা যতই জানার চেষ্টা করবেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা আপনার অন্তরে সৃষ্টি হতে থাকবে ।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত সৃষ্টির চেষ্টা করা এবং এই ভালোবাসা লালন করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য এবং এটি শ্রেষ্ঠ আমলের মধ্যে গণ্য ।

এভাবে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিক মহব্বত রেখে যখন দরূদ পড়তে থাকবেন মহান আল্লাহর রহমত আপনার উপর বর্ষিত হতে থাকবে । ফেরেশতাগণ আপনার উপর রহমত নাযিলের প্রার্থনা করতে থাকবে । সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উপর রহমত নাযিলের প্রার্থনা করবেন । এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ।

হে আল্লাহ! দরূদ শরীফের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রত্যেক মুসলমানকে আন্তরিকতার সহিত দরূদ পাঠের তাওফিক দান করুন । হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহব্বত দান করুন এবং সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণের তাওফিক দান করুন । হে আল্লাহ! দিবা-নিশি সব সময় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত বর্ষণ করুন । তাঁর বংশধর, সাহাবাগণ এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর আনুগত্য করবেন তাদের সকলের প্রতিরহমত বর্ষণ করুন । হে আল্লাহ! আমাদের অতীতের বুযুর্গগণ যারা মানুষের হৃদয়ে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি মহব্বত সৃষ্টির জন্য এবং ঈমানদারগণকে দরূদ শরীফের ফযীলত ও উপকারিতা বুঝানোর জন্য অক্লান্ত শ্রম সাধনা করে এ বিষয়ে মূল্যবান বই পুস্তক লিখে গেছেন তাঁদের সকলের উপর অবিরাম আপনার রহমত নাযিল করুন । হে আল্লাহ! আমরা যারা দরূদ শরীফের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর চেষ্টায় উম্মতের খেদমতে এই ক্ষুদ্র সংকলনটি তেরী ও বিতরণে শরীক হচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও যারা মুদ্রণ ও বিতরণে শরীক হবেন দয়া করে মেহেরবানী করে আমাদের সকলের উপরও আপনার রহমতের বারি বর্ষন অব্যহত রাখুন । হে আল্লাহ! পরিশেষে আপনার দরবারে বিনীত প্রার্থনা এই সংকলনটি একমাত্র আপনারই জন্য এবং খালেসভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য ও আপনার বান্দাদের উপকারী পুস্তকরূপে গ্রহণ করুন । আমীন॥

বিনীত

তারিখ: ৪-৫-২০১৬ কৃষিবিদ মো: আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ পাঠের অত্যাবশ্যকতা ও ফযীলত সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস

ফুরফুরা শরীফের প্রয়াত বুযুর্গ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ (মেদিনীপুরী) (রহঃ) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত নামক বিখ্যাত পুস্তক থেকে দরূদ শরীফ পাঠের অত্যাবশ্যকতা ও ফযীলত সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস -

(১) 'যে কেহ আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাবর্গও তার প্রতি রহমত নাযিল হওয়ার জন্য দশবার প্রার্থনা করে থাকেন। এক্ষণে যার ইচ্ছা হয় বেশী করুক অথবা কম করুক।' (এই হাদীস ইবনে আবু আসেম হযরত আব্দুলাহ বিন উমর রাদীয়ালাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ১৫

(২) 'যে কেহ আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে এক কীরাত সওয়াব দিয়ে থাকেন। এক কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য।' (ইমাম আব্দুর রাজ্জাক হযরত আলী রাদীয়ালাহু তাআলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ১৬

(৩) 'যে কেহ আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার আমল লেখক ফেরেশতাকে তিনদিন তার গুনাহ লিখতে নিষেধ করেছেন।' (এই হাদীস শরীফ আল্লামা হাফেজ সাখাভী(রহঃ)' আল কাউলুল বাদী' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন) পৃষ্ঠা ১৮

(৪) 'যে কেহ প্রত্যহ আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক লক্ষ নেকি লিখে দেন - তার এক লক্ষ গুনাহকে মুছে দেন, একশত সদ্‌কার সওয়াব দেন। যে কেহ আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, সেই দরূদ শরীফ আমার নিকট উপস্থাপিত হলে আমি তার জন্য রহমতের প্রার্থনা করি এবং সে আমার শাফায়াত লাভ করে থাকে।' (এই হাদীস শরীফ আল্লামা আবু সাইদ' শরফুল মুস্তফা' এর মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ১৮

(৫) 'যে কেহ আমার কবরের নিকট দরূদ শরীফ পাঠ করে তা আমি শুনিতে পাই এবং দূরবর্তী স্থানে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিলে উহা আমার নিকট পৌঁছাইবার জন্য আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। এই দরূদ শরীফের সাহায্যে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিষয় সুসম্পাদিত হয় এবং কেয়ামত দিবসে আমি তার পরিত্রাণের জন্য সাক্ষী অথবা শাফায়াতকারী হব। পৃষ্ঠা ২০

(৬) 'যে কেহ ফজরের নামাজের পর কথাবার্তা বলার পূর্বেই একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার একশত মনোবাসনা পূর্ণ করেন তার মধ্যে ত্রিশটি পৃথিবীতে দিয়ে থাকেন ও সত্তরটি আখেরাতে জন্য গচ্ছিত রাখেন।' (এই হাদীস শরীফ আহমদ বিন মুসা হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন)পৃষ্ঠা ২১

(৭) 'যে কেহ প্রত্যহ আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার দুই চোখের মাঝখানে 'নেফাক' ও দোযখের আগুন হতে মুক্তির সুসংবাদ লিখে দেন অর্থাৎ তাকে নেফাক ও দোযখ হতে মুক্তি দান করেন এবং কেয়ামত দিবসে শহিদানদের সহিত তার বাসস্থান নির্ধারিত করবেন।' (ইমাম তাবারানী আউসাত ও ছগির এর মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ২৭

(৮) 'যদি কেহ আল্লাহ তাআলার সহিত এমন অবস্থায় দেখা করতে চায়, যে তিনি তার উপর সন্তুষ্ট তবে তার কর্তব্য আমার উপর আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করা।' (আল্লামা দাইলামী মসনদুল ফেরদাউসে এবং আরো অনেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ২৯

(৯) 'দুইজন মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে যখন তারা পরস্পর মোসাফাহ্ করিয়া রাসূলুলাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম- এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন তারা পৃথক হইবার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' (হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত) পৃষ্ঠা ৩২

(১০) 'আল্লাহ তাআলা আমার জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। যখনই কোন মুসলমান আমার নাম শুনে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখনই তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন' তদউত্তরে আল্লাহ তাআলা ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ বলেন, 'তাই হোক' এবং যখন কোন মুসলমান আমার নাম শুনে দরূদ শরীফ পাঠ না করে তখন উক্ত ফেরেশতাগণ বলেন, 'তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা না করুন' তদউত্তরে আল্লাহ তাআলা ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ বলেন, 'তাই হোক'। (ইমাম তাবারানিসহ অনেকে উম্মে আনাস এবং ইবনাতেদ হুসাইন বিন আলী হতে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন) পৃষ্ঠা ৪০.

(১১) 'আমার উপর দরূদ শরীফ পুলসিরাতের উপর নূরে পরিণত হবে। যে কেহ জুম্মার দিন আমার উপর আশি বার দরূদ শরীফ পাঠ করে তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।' (এটা ইবনে শাহিন এবং আরো অনেকে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ৪০

(১২) 'অযু অথবা গোসল করার পর তোমাদের উচিত, اَلشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه *(আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু)* বলা এবং অতঃপর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। যে ব্যক্তি ইহা করে তার জন্য রহমতের সমস্ত দ্বার খুলে দেয়া হয়।' (আবুশ্ শেখ হাফেজ হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন) পৃষ্ঠা ৫১

(১৩) 'দুনিয়াতে আমার উপর যে যত বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কেয়ামত দিবসে আপদ বিপদ হতে সে তত বেশী পরিত্রাণ পাবে।' (কাশফুল গুম্মাহ-কৃত আলামা শারানী) পৃষ্ঠা ৫২

(১৪) 'যে কেহ সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কেয়ামত দিবসে আমার শাফায়াত পাবে।' (ইমাম তাবারানী হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ৫৪

(১৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় সে যদি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ না করে তবে সে দুর্ভাগ্যবান।' (ইবনুস সুন্নী হযরত জাবের(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ৫৭

(১৬) 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কৃপণ সেই, যে আমার নাম শ্রবণ করে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ না করে।' (হাকেমসহ অনেকে বর্ণনা করে বলেছেন, সঠিক বর্ণনা সূত্র হল হোসাইন ইবনে আলি (রাঃ)- এর সূত্র অনুরূপ ইমাম নাসাঈ হযরত আলী কাররামালাহু ওয়াজদাহু হতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ৬০

(১৭) যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করে-

جَزَا اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدً صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ

'জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিমা হুয়া আহ্‌লুহু' অর্থ: হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যোগ্য প্রতিদান প্রদান করুন যার উপযুক্ত তিনি। সেই ৭০জন ফেরেশতাকে ক্রমাগত এক হাজার দিন সকালে (ইহার সওয়াব লিখিবার জন্য) কষ্ট দিয়া থাকে'। (আবু নুয়াইম এবং অনেকে হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হইতে বর্ণনা করেছেন) পৃষ্ঠা ২৫

(১৮) আজান শুনিয়া যেই ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ.

'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্ দাওয়াতিত, তাম্‌মাতি ওয়াস্‌সালাতিল ক্বায়িমাহ্ আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াব্‌আস্‌হু মাকামাম্ মাহমূদা নিল্লাজি ওয়াআদ্‌তাহু।' অর্থ: হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এ নামাযের আপনিই একমাত্র প্রভু। আপনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন উসিলা, সুমহান মর্যাদা এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন এমন প্রশংসনীয় স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। কিয়ামত দিবসে তাহার শাফায়াত্ আমার জন্য ওয়াজিব হইবে। (ইমাম বুখারী হযরত জাবের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন।) পৃষ্ঠা ২৬

(১৯) 'তিন প্রকার লোক কেয়ামত দিবসে আরশে আজিমের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে- যেইদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।' সাহাবাগণ বললেন, তাহারা কে ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, 'যে আমার উম্মতের কাহারও দুঃখ নিরসন করে, যে আমার সুন্নতকে জীবিত রাখে এবং যে আমার উপর অধিক পরিমাণে "দরূদ শরীফ" পাঠ করে।' পৃষ্ঠা ৪৬

(২০) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া নিজ দারিদ্রের ফরিয়াদ করিলে তিনি বলিলেন, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ কর তখন (সেখানে) কেহ থাক বা না থাক, "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া প্রবেশ করিও। তৎপর আমার উপর "দরূদ শরীফ" পাঠ করিও এর পরে একবার সূরা এখ্‌লাস পাঠ করিও।' সেই ব্যক্তি তাহাই করিল। তাহাতে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর [সন্তুষ্ট হইয়া] এমনভাবে রিজিক দান করিলেন যে, তাহার প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদেরও যথেষ্ট হইয়া গেল। (হযরত আবু মূসা মদিনি হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।) পৃষ্ঠা ৪৫

(২১) হযরত আয়েশা (রা.) একদা খুব ভোরে একটি কাপড় সেলাই করিতে ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সুচি হারাইয়া গেল এবং (তৎসঙ্গে) প্রদীপও নিভিয়া গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় আসিলেন এবং তাঁহার নূরে ঘর আলোকিত হইয়া গেল। সেই আলোতে আয়েশা (রা.) তাঁহার সুচ খুঁজিয়া পাইলেন এবং বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার চেহারা মুবারক কতই দীপ্তিময়!' তিনি বলিলেন, 'আফসোস তাহার জন্য যে কেয়ামত দিবসে আমাকে দেখিতে না পায়।' আয়েশা (রা.) বলিলেন, 'কে আপনাকে দেখিতে পাইবে না?' তিনি জবাব দিলেন, 'যেই ব্যক্তি কৃপণ।' আয়েশা (রা.) পুনঃ জিজ্ঞেস করিলেন, 'কৃপণ কে?' তিনি বলিলেন, 'যে আমার নাম শুনিয়া আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ না করে।' পৃষ্ঠা ৬১

(২২) 'একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার সঙ্গে শিকারে ধৃত একটি হরিণও ছিল। যে আল্লাহ তা'আলা সকলকে কথা বলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন তিনিই এই হরিণীকেও কথা বলিবার শক্তি দান করিলেন।' তখন হরিণী বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার কয়েকটি বাচ্চা আছে এবং আমি উহাদিগকে দুধ দিয়া থাকি। এখন তাহারা খুবই ক্ষুধার্ত। অতএব, আপনি এই ব্যক্তিকে আদেশ করুন যেন সে আমাকে (কিছুক্ষণের জন্য) ছাড়িয়া দেয়। আমি

বাচ্চাগুলিকে দুধ খাওয়াইয়া ফিরিয়া আসিব।' ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'যদি তুমি ফিরিয়া না আস তবে কি হইবে?' হরিণী বলিল, 'তাহা হইলে আমার উপর আল্লাহ তা'আলার ঐরূপ লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হইবে যেইরূপ লানত বর্ষণ হয় ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে আপনার নাম শুনিয়া 'দরূদ শরীফ' পাঠ না করে। অথবা উহার সমতুল্য হইব যে 'দরূদ শরীফ' পড়িয়া দোয়া না করে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে বলিলেন, 'ইহাকে ছাড়িয়া দাও-সে যদি ফিরিয়া না আসে তবে আমি তাহার জামিন।' সে হরিণীকে ছাড়িয়া দিল। হরিণী চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিল। এমন সময় জিবরাঈল (আ.) আসিয়া বলিলেন, 'হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম দিয়া বলিতেছেন, 'আমার ইজ্জত ও জালালের কসম এই হরিণী তাহার বাচ্চাদের প্রতি যত স্নেহশীল, আমি আপনার উম্মতের প্রতি তদপেক্ষা অনেক বেশী দয়াশীল। সে যেমন আপনার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে তদ্রূপ আমিও আপনার উম্মতকে আপনার নিকট ফিরাইয়া দিব।' পৃষ্ঠা ৬২

হযরত আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মোহম্মদ এবনে সোলায়মান যাজুলী (রহ.) প্রণীত দরূদ শরীফের ওজিফার প্রখ্যাত কিতাব "দালায়েলুল খায়রাত" এর দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত অধ্যায় থেকে কয়েকটি হাদীসের আলোচনা-

★ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কোন লোক মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি না হই; এমনকি তার জান-মাল, সন্তান-সন্তুতি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষ থেকে যে পর্যন্ত আমাকে অধিকতর ভাল না বাসে। পৃষ্ঠা-১৮

★ আর হযরত ওমরের (রা.) হাদীসে রয়েছে; (তিনি বলেছেন) ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার প্রাণ ব্যতীত সব কিছু থেকে আপনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়; তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: তুমি সে পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় না হই।

এরপর হযরত ওমর (রা.) আরজ করেছেন: সেই আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি যিনি আপনার নিকট কোরআন করীম নাযিল করেছেন, আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

তখন হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: হে ওমর! এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে। পৃষ্ঠা-১৮

★ আর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে আরজ করা হলো: আমি কখন মুমিন হতে পারবো? আর অন্য বর্ণনায় আমি কখন সত্যিকার মুমিন হতে পারবো? তখন তিনি এরশাদ করলেন: যখন তুমি আল্লাহ পাককে ভালবাসবে। পুনরায় আরজ করা হলো, কখন আল্লাহ পাককে ভালবাসতে পারব। তখন তিনি এরশাদ করেন, যখন আল্লাহর রসূলকে ভালবাসতে পারবে তখন পুনরায় আরজী পেশ করা হলো, কখন আল্লাহর রসূলকে ভালবাসতে পারবো? পৃষ্ঠা-২০

তখন তিনি এরশাদ করলেন: যখন তোমরা তাঁর আদর্শের অনুসরণ করবে, তাঁর সুন্নতের উপর আমল করবে, তাঁর মহব্বতের কারণে মহব্বত করবে, তাঁর দুশমনীর কারণে দুশমনী করবে, আর তাঁর বন্ধুত্বের কারণে বন্ধুত্ব করবে, তাঁর সাথে শত্রুতার কারণে শত্রুতা করবে। আর ঈমানের ব্যাপারে মানুষের পার্থক্য হয় আমার সাথে মহব্বতের পার্থক্যের কারণে। আর কুফুরের ব্যাপারে পার্থক্য হয় আমার সাথে শত্রুতার পার্থক্যের কারণে। মনে রেখো! যার মহব্বত নেই তার ঈমানও নেই, যার মহব্বত নেই তার ঈমানও নেই, যার মহব্বত নেই তার ঈমানও নেই।

★ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে আরজ করা হলো: আমরা লক্ষ্য করি কোন কোন মুমিন বিনয়ী, কোন কোন মুমিন বিনয়ী নয়, এর কারণ কি? তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: যে মুমিন তার ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে সে বিনয়ী হবে, পক্ষান্তরে যে ঈমানের স্বাদ লাভ করেনি সে বিনয় প্রকাশ করবে না। পৃষ্ঠা-২০

তখন আরজ করা হলো কিভাবে ঈমানের স্বাদ লাভ করা যাবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করছেন: ঈমানের স্বাদ লাভ করা যায় আল্লাহ পাকের সাথে সঠিক মহব্বতের মাধ্যমে। পুনরায় আরজ করা হলো: কিভাবে আল্লাহ পাকের সঠিক মহব্বত লাভ করা যাবে অথবা অর্জন করা যাবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবে এরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাকের সঠিক মহব্বত লাভ হবে তার প্রিয় রসূলের মহব্বতের মাধ্যমে। অতএব, আল্লাহ ও রসূলের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো তদ্বীয় মহব্বতের মাধ্যমে।

★ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান দরবারে আরজ করা হলো, আমাদেরকে খবর দিন যে ব্যক্তি দূর থেকে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, আর যে আসবে আপনার পরে, আপনার মহান দরবারে তাদের কি অবস্থা হবে? পৃষ্ঠা-২২

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন: আমার মহব্বত যাদের দিলে রয়েছে তাদের দরূদ শরীফ আমি শ্রবণ করি এবং আমি তাদেরকে জানি, তারা আমার অত্যন্ত পরিচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যদের দরূদ শরীফ আমার নিকট ফেরেশতাদের মাধ্যমে পেশ করা হয়।

★ জনৈক নেককার লোক বর্ণনা করেন: তার একজন প্রতিবেশী ছিলেন তিনি কিতাব লিখতেন। এক সময় তাঁর ইন্তেকাল হলো, আমি স্বপ্নে তাকে দেখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: কি কারণে আপনাকে মাফ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, যখন কিতাবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক আমি লিখতাম, তখন আমি তাঁর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করতাম; তারই বরকতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে এমন কিছু দান করেছেন যা কোন দিন কেউ চোখে দেখেনি, যার কথা কোন দিন কেউ কানেও শোনেনি, এমনকি কারো অন্ত রেও এমন ভাবনার অবতারণা হয়নি। পৃষ্ঠা ১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ পাঠ সম্বন্ধে বুযুর্গগণের মন্তব্য

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত নামক বিখ্যাত পুস্তক থেকে দরূদ শরীফ পাঠ সম্বন্ধে বুযুর্গগণের মন্তব্য -

★ আবুল আব্বাস ইবনে আবদিদ দায়েম (রহঃ) একজন হাদীস লেখক ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি হাদীস লিখিবার সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নাম পেতাম তখন শুধু 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে' লিখতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম তিনি বললেন, তুমি আমার নাম পেলে শুধু 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে' লিখ কেন? আমার নাম পেলে পূর্ণ দরূদ শরীফ 'সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' লিখিও। পৃষ্ঠা ১১১

★ 'শেফাউল আসকাম' কিতাবে শায়খ আবু জাকারিয়া আবেদী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বসরা দেশে তাঁর এক বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'বসরায় একজন হাদীস লিখক ছিলেন, তিনি কাগজ বাঁচাইবার জন্য' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম' লিখতে কোন দরূদ শরীফ লিখতেন না। এই কৃপণতার দরুন তার দক্ষিণ হস্ত দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় এবং পরে অতিরিক্ত পচনের জন্য উহা কেটে ফেলতে হয়। পৃষ্ঠা ১১৩

★ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম- এর উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে সে কেয়ামত দিবসে এমন নূর লাভ করবে যাহা সমগ্র সৃজনের মধ্যে বণ্টন করলেও যথেষ্ট হবে। পৃষ্ঠা ৭৪

★ জাওহারেরুল মায়ানী 'কিতাবে তৎপ্রণেতা বলেন, 'আমি একদা আমার শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)- কে কুরআন মজীদের এই আয়াত- অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং তাঁকে লাভ করার জন্য ওসিলা অবলম্বন কর' এর মর্ম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম- এর চেয়ে উত্তম ওসিলা আর কিছুই নাই এবং তাঁকে লাভ করার জন্য দরূদ শরীফ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ওসিলা আর নাই।' পৃষ্ঠা ৮০

★ হাফেজ কাস্তালানী (রহঃ) 'মাসালেকুল হুনাফা'তে বলেছেন, 'যদি আপনার উপর কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট আসে তবে অত্যধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং দেখুন আল্লাহ তাআলার কুদরত।' পৃষ্ঠা ৮১

★ শায়খ মাহমুদুল কারদী (রহঃ) 'তদীয় আলবাকীয়াতুল সালেহাত' কিতাবে বলেছেন, 'সুফীয়ায়ে কেরামও এবিষয়ে একমত যে অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করা 'খাতেমা বিল খায়ের' (অর্থাৎ, ঈমানের সহিত মৃত্যু) হওয়ার নিদর্শন।' পৃষ্ঠা ৮২

★ শায়খ আদাবী (রহঃ) কয়েকজন আরেফিন হতে বর্ণনা করেছেন, যাঁরা আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করেন তাঁদের মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট উপস্থিত হন এবং এর ফলে মৃত্যু যন্ত্রণা দূর হয়ে মন প্রফুল হয়ে উঠে। পৃষ্ঠা ৮৬

★ হযরত শিবলী (রহঃ)বলেন, আমার এক প্রতিবেশীর মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কেমন আছ?' সে বলল, 'হে শিবলী, আমার অনেক দুঃখ কষ্ট গিয়েছে। প্রথমত, মুনকার নকীরের সওয়ালের সময় আমি সমূহ বিপদের মধ্যে। তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার কি ঈমানের সহিত মৃত্যু হয় নাই?' এমন সময় শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে, 'এ সমস্ত বিপদ তোমার জিহ্বার অপব্যবহারের জন্য।' যখন সেই দুজন ফেরেশতা আমাকে আযাব দিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একজন অতি সুন্দর ও সুঘ্রাণ বিশিষ্ট লোক এসে আমাকে নানারূপ সাহায্য দিতে লাগলেন এবং আমাকে মুনকার নকীরের সওয়ালের জবাব যুগিয়ে দিলেন। আমি তার সাহায্যে সমস্ত জবাব দিলাম। পরে বললাম, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'আপনি যে অতিরিক্ত দরূদ শরীফ পড়তেন তাহা হতে আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃজন করেছেন এবং আপনার প্রত্যেক দুঃখ কষ্টের সময় আপনাকে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।' পৃষ্ঠা ৯৬

★ হযরত আবুল হাসান শাজালী(রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাঘ জঙ্গল হতে বের হয়ে এল তখন তিনি দরূদ শরীফ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন, মনে মনে বললেন, হাদীসে এসেছে যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশ বার রহমত নাযিল করেন। যদি এই বিপদের সময় আল্লাহ তাআলার রহমত নেমে আসে তাহলে এই বাঘ আমার কিছু করতে পারবে না। এই ভেবে তিনি দরূদ শরীফ পাঠে রত থাকলে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখলেন যে,বাঘ কোথায় চলে গেছে। ১২৮

★ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) জায়েদ ইবনে ওহাব (রাঃ) কে বলেছেন, 'হে জায়েদ! জুম্মা দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর ১০০০ বার দরূদ পাঠাভ্যাস কখনও পরিত্যাগ করিও না। তুমি এইভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করিও اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ *(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিনিন নবীয়িল উম্মিয়্যি।) অর্থঃ 'হে আল্লাহ উম্মি নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন।'* পৃষ্ঠা ৭৪

★ হাফেজ সাখাভী (র.) বলিয়াছেন, "ঈমানের প্রধান নিদর্শন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত জ্ঞাপনার্থে, তাঁহার হক আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার প্রতি তা'জীম প্রদর্শনার্থে তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি যে অসামান্য করুণা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতার উৎকৃষ্ট পন্থা হইল তাঁহার উপর নিয়মিত দরূদ শরীফ পাঠ করা। কারণ, তিনি আমাদের জন্য দোযখ হইতে পরিত্রাণ, বেহেশতে প্রবেশ লাভ এবং আখেরাতে কৃতকার্যতা লাভের উপকরণ।' পৃষ্ঠা ৭৫

★ 'জওয়াহেরুল মায়ানী' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শায়খ আবুল আব্বাস (র.) তাঁহার শিষ্যগণকে অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'যদি মনযোগের সহিত অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ কর তাহা হইলে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পৃষ্ঠা ৭৭

★ হাফেজ সাখাভী (র.) বলিয়াছেন, 'কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, যে অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠকারী সে আল্লাহ তা'আলার অধিক যিকিরকারীর অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি দরূদ শরীফ হইতে গাফেল সে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেলের সমতুল্য। পৃষ্ঠা ৭৯

★ ইদ্রিসীয়া তরীকার পীর হযরত সৈয়দ আহমদ ইবনে ইদ্রীস (রহ.)-এর খলিফা আরেফে কামেল সৈয়দ মুহাম্মদ ওসমান মির্গানী (র.) বলিয়াছেন, 'সমস্ত মঙ্গল লাভের উপায় হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা, তাঁহার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা পালন করা, অত্যাধিক মাত্রায় তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা, তাঁহার মহব্বত বিলীন হইয়া যাওয়া এবং তাঁহার প্রশংসাপূর্ণ কবিতা পাঠ করা যদ্বারা তাঁহার প্রতি মহব্বত উদ্বেলিত হইয়া উঠে।' পৃষ্ঠা ৮১

★ সৈয়দ আবুল আব্বাস তাজানী (র.) কামেল পীরের পরিচয় দিতে গিয়া এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং অতঃপর বলিয়াছেন, 'যদি এইরূপ পীর না পাওয়া যায় এবং ভণ্ড পীরের কবলে পড়িবার ভয় থাকে তাহা হইলে আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁহার সান্নিধ্য লাভের ওসিলা দেখাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ। এই দরূদ শরীফের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় তাহাকে দেখাইয়া তাহার বিহিত ব্যবস্থা করাইয়া দিবেন, না হয় কোন বুযুর্গের সন্ধান তাহাকে স্বপ্নে জানাইয়া দিবেন অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা তাহার অন্তরের দ্বার খুলিয়া দিবেন। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য দরূদ শরীফ এক শ্রেষ্ঠতম উপায় এবং অন্য সমস্ত নফল এবাদতের চেয়ে অধিকতর ফলদায়ক।' (জাওয়াহেরুল মায়ানী দ্রষ্টব্য) পৃষ্ঠা ৮২

★ শায়খ আবুল মাওয়াহেব শা'জালী (র.) বলিয়াছেন, 'এমন কতেক বান্দা আছেন- যাহাদিগকে অধিক দরূদ শরীফ পাঠের ওসিলাতে আল্লাহ তা'আলা কোন পীর ব্যতীত সোজাসুজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তরবিয়ত দিয়া থাকেন এবং নিজের নৈকট্য দান করিয়া থাকেন।' (তাকরীবুল উসুল-দ্রষ্টব্য) পৃষ্ঠা ৮৩

★ হাফেজ কাস্তালানী (র.) তদীয় 'মাসালেকুল হুনাফা' কিতাবে শায়খ শামসুদ্দীন বারশিশী (র.)-এর দীর্ঘ বাণী উদ্ধৃতি করিয়াছেন-তাহার সারমর্ম এই 'আল্লাহ তা'আলা প্রাপ্তির অনেক তরীকা আছে। তন্মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর তরীকা বর্তমান জামানায় অধিক প্রযোজ্য। এই তরীকা আমি এক বুযুর্গের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। উহা এই যে, প্রথমে যিকির আজকার না করিয়া দিবারাত্রি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অনবরত দরূদ শরীফ পাঠ করা। দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের জিকির সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহা অধিক মাত্রায় পাঠ করিলে কালব পবিত্র ও নূরান্বিত হয় এবং তখন এখলাস লাভ হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলিয়াছেন, 'ঈমানদারের কলবকে পবিত্র করিবার ও মরিচা উঠাইয়া ফেলিবার প্রধান উপকরণ হইল আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ। এখলাস লাভ হইলে কলবের রুদ্ধদার উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তৎমাধ্যমে প্রবাহিত হয় আল্লাহ তা'আলার আশীষ ধারা'। পৃষ্ঠা ৮৩

★ কাজী আবদুল্লাহিস সাকাকী (রা.) 'দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দশটি রহমত দান করেন- তাঁহার একটি রহমতই পৃথিবী ও তদস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। এমন অবস্থায় দশটি রহমত দান করিলে যে কি মঙ্গল লাভ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ, দরূদ শরীফ পাঠকের দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়ই যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। (দেখুন শারহুদ্দালায়েল)।' শায়খ ইবনে আতা উল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। পৃষ্ঠা ৮৫

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী(রহঃ) তাঁর প্রণীত 'হৃদয় তীর্থ মদিনার পথে' নামক বিখ্যাত পুস্তকে দরূদ শরীফ ও তার ফযিলত সম্পর্কে লিখেছেন-

★ দরূদের সর্ব বৃহৎ উপকারিতা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দরূদের জবাব দেন। এটা তাঁর সার্বক্ষণিক তরীকা। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম- এর দোয়া লাভ করার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। পৃষ্ঠা ১৭১

★ দরূদের মাধ্যমে আল্লাহর যিকিরও অর্জিত হয়। কেননা, এই কালামে আল্লাহর দরবারকেই সম্বোধন করা হয়। আল্লাহুম্মা শব্দটি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির আয়না বিশেষ। হাসান বছরীসহ অনেক বুযুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে "আল্লাহুম্মা" শব্দে স্মরণ করে, সে যেন সকল "আসমায়ে হুসনা" দ্বারা তাঁকে স্মরণ করে। পৃষ্ঠা ১৭১

★ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করেছিল- 'আমি সর্বক্ষণ আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন - 'তাহলে এটাই তোমার দুঃখ-কষ্টের জন্য যথেষ্ট হবে।' পৃষ্ঠা ১৭১

★ হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন, যদি আমি আল্লাহর যিকির থেকে রেহাই পাই, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করাই হবে আমার সমস্ত এবাদত ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত ফরমান এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর এই উক্তিই দরূদের ফযিলত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট । পৃষ্ঠা ১৭২

★ কা'বে আহবার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন, হে মূসা, তুমি কি আমার অধিকতর নৈকট্য কামনা কর? তোমার কথা যেমন তোমার জিহ্বার নিকটবর্তী, তোমার মনের জল্পনা যেমন অন্তরের নিকটবর্তী,কিংবা তোমার আত্মা যেমন দেহের নিকটবর্তী, তোমার দৃষ্টিশক্তি যেমন তোমার চোখের নিকটবর্তী, তুমি কি চাও যে, আমি তোমার তেমনি নিকটবর্তী হয়ে যাই? হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন, প্রভু হে আমার, আমি তাই চাই । এরশাদ হলঃ আমার নবী মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর । তাহলেই তুমি এ নৈকট্য অর্জন করতে পারবে । পৃষ্ঠা ১৭৩

★ হযরত আলী(রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, দরূদ শরীফ গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি প্রচণ্ড আগুনের উত্তাপকে ঠাণ্ডা করে দেয় । পৃষ্ঠা ১৭৪

★ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি ফরয হজ্জ করে, এরপর জেহাদ করে, তবে এটা চারশ হজ্জের সমান হবে । একথা শুনে যাদের হজ্জ করার ও জেহাদ করার সামর্থ্য ছিল না, তারা মনঃক্ষুন্ন হলো । আল্লাহ পাক তৎক্ষণাৎ তাঁর রসূলের প্রতি ওহী পাঠালেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তার ছওয়াব চারশ জেহাদের সমান হবে । আর জেহাদ হলো চারশ হজ্জের সমান । পৃষ্ঠা ১৭৪

★ জুমার দিনের অনুরূপ সোমবার দিনেও দরূদ শরীফ পাঠের ফযিলত অপরিসীম । কেননা এদিনটিও বরকতময় দিন সমূহের অন্যতম । এদিনে সমস্ত বান্দার আমল সমূহ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে পেশ করা হয় । একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা এদিনে রোযা রাখতেন । পৃষ্ঠা ১৭৮

মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহঃ) তাঁর প্রণীত 'যিকরুল্লাহ্ ও দরূদ শরীফের ফাজায়েল ও মাসায়েল' নামক বিখ্যাত পুস্তকে দরূদ শরীফ ও তার ফযিলত সম্পর্কে লিখেছেন-

★ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উপর রহমত নাযিল করিতেছেন এবং তাঁর ফেরেশতাবর্গও নবীর উপর রহমত বর্ষণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন, (অতএব), হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর উপর রহমত নাযিল করিবার জন্য প্রার্থনা করিও (অর্থাৎ, দরূদ শরীফ পাঠ করিও) এবং সালাম দিও । (আল-কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)- এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুইটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন । এক সালাত, অপরটি সালাম, সালামের পদ্ধতি সম্বন্ধে নামাজের আত্যাহিয়াতুর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়ু' কিন্তু ছালাতের পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের জানা নাই, দয়া

করে এই পদ্ধতি আমাদেরকে বলে দেন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর জবাবে ব্যক্ত করলেন যে, সালাতের জন্য এই শব্দ গুলো পড়ে নিওঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ،
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

"আল্লাহুম্মা সালি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সালাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়াআলা আলি ইব্রাহিমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা, ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ ।"

অর্থঃ 'হে আল্লাহ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন যেমনটি করেছিলেন ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয় । হে আল্লাহ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর বরকত বর্ষণ করুন যেমনটি করেছিলেন ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয় ।'

এতদপ্রেক্ষিতেই নামাজের শেষ অংশে আত্যাহিয়াতুর পরে এই দরূদ শরীফ পড়াই সুন্নত বলে নির্ধারিত হয়েছে । এই দরূদের অপর নাম দরূদে ইব্রাহীমিয়া । পৃষ্ঠা ৩৭

★ ইমাম বোখারী(রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'যে ব্যক্তি এই দরূদে ইব্রাহীম শরীফ পাঠ করিবে তাঁর জন্য আমি কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিব এবং তার জন্য শাফায়াত করব ।'

★ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে শুধু ফরয ও সুন্নাতে মোয়াক্কাদা নামাজে বাধ্যতা মূলকভাবে ১১ বার এই দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করা হয় । কাজেই নামাজের মধ্যে উক্ত দরূদ পাঠ করার সময় অর্থের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে পাঠ করলে বর্ণিত ফযিলত লাভ সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ ।

★ যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন উচ্চারণকারী ব্যক্তি এবং শ্রবণকারী ব্যক্তি উভয়ের উপরই দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায় । পৃষ্ঠা ৩৯

★ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার বেশী নিকটবর্তী থাকবে যে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করেছে । পৃষ্ঠা ৪১

★ আল্লামা ছাখাবী (রাঃ) এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ উদ্ধৃত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন যেদিন আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহর আরশের নিচে তিন প্রকারের লোক আশ্রয় পাবে । প্রথমত, ঐ ব্যক্তি, যে অন্য কোন বিপদগ্রস্থের বিপদ অপসারণ করে, দ্বিতীয়ত, ঐ ব্যক্তি, যে আমার সুন্নতকে জীবিত করে, তৃতীয়ত, ঐ ব্যক্তি, যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে । পৃষ্ঠা ৪১

★ আল্লামা রশীদ আহাম্মাদ গাংগুহী (রহঃ) নিজের মুরিদগণকে দৈনিক ৩০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে বলতেন। আরো অনেক বুযুর্গ বেশী দরূদ পাঠের নিম্ন পরিমাণ ৩০০ বার নির্ধারণ করেছেন। তবে উর্ধ্বে ৫০০ বা ১০০০ বার পাঠ করতে পারলে আরো উত্তম। পৃষ্ঠা ৪২

★ হযরত আবী ইবনে কা'ব (রাঃ)বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করলাম যে, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়তে চাই, তবে এর জন্য আমার দোয়া-যিকির করার সময়ের মধ্যে হতে কি পরিমাণ সময় নির্ধারণ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যতটুকু তুমি চাও করতে পার। আমি নিবেদন করলাম, আমার দোয়ার সময়ের মধ্য হতে যদি এক-চতুর্থাংশ সময় দরূদের জন্য নির্ধারণ করি তবে কেমন হয়? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন যে, এক-চতুর্থাংশও যথেষ্ট, কিন্তু যদি এর চেয়ে আরও বেশী করো তবে তোমার জন্য আরো ভাল। আমি নিবেদন করলাম তবে কি অর্ধেক পরিমাণ নির্ধারণ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তোমার ইচ্ছা, কিন্তু বেশী করলে বেশী ভাল হবে। আমি নিবেদন করলাম যে, দুই-তৃতীয়াংশ সময় কি দরূদ শরীফের জন্য ব্যয় করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তোমার ইচ্ছা, তবে যদি আরও বেশী কর তবে আরও বেশী ভাল। আমি নিবেদন করলাম, তবে এখন হতে আমি আমার দোয়া ও অজিফার সম্পূর্ণ সময় দরূদ শরীফের জন্য ব্যয় করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি এরকমই করে ফেল তবে আল্লাহ তাআলা তোমার সকল কাজের জন্য দায়িত্বশীল হয়ে যাবেন এবং তোমার গুনাহসমূহেরও প্রায়শ্চিত্ত করে দেয়া হবে। পৃষ্ঠা ৪৪

দরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্যঃ

- হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) বলেন, সমস্ত দোয়াই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর দরূদ পাঠ না করা হয়।

- হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) বলেন, দোয়াসমূহ আকাশ এবং যমিনের মধ্যবর্তী শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, উপরের দিকে যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করা না হয়। (তিরমিজী) পৃষ্ঠা ৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন যোগে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বিশিষ্ট বুযুর্গ মাসিক মদিনা পত্রিকার সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান তাঁর প্রণীত 'স্বপ্ন যোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নামক বিখ্যাত পুস্তকে দরূদ শরীফ ও তার ফযিলত সম্পর্কে লিখেছেন -

★ বিশিষ্ট সাধক আলেম আবুবকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ হারুন আল-ইস্পাহানি (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে দোযখে যেতে পারে না। পৃষ্ঠা ১৯

★ সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে আমাকে দেখবে, সে যথার্থই দেখবে, কেননা, শয়তান আমার আকার ধারণ করতে পারবে না। পৃষ্ঠা ১৯

★ হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ আমিমুল এহসান মুজাদ্দেদী বরকতি (রহঃ) ছিলেন

এদেশের একজন প্রাতঃ স্মরণীয় বুযুর্গ। দীর্ঘদিন তিনি মাদ্রাসায়ে আলীয়া ঢাকার হেড মাওলানা ছিলেন। ১৯৭১ সালে হজ্জ ও রওজা পাক যিয়ারত শেষে তিনি দেশে ফিরে আসার পর একদিন কতিপয় বিশিষ্ট সাক্ষাত প্রার্থীর মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, রীতিমত নামায- দোয়ার দ্বারা আখেরী নবী হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যিয়ারত সম্ভব কিনা? জবাবে হযরত মুফতি সাহেব বললেন, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে তা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে। তবে কোন উম্মতী যদি আল্লাহ ও রসূলের কোন হুকুমের প্রতি নাফরমানি না করে, এখলাছের সাথে এবাদত করে, শরীয়তের সঠিক অনুসরণ করে এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক মহব্বত পোষণ করে, তবে তাকে দর্শন প্রদান করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই আগ্রহী হয়ে পড়েন। এরপর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন, শুধু স্বপ্নেই নয়, জাগ্রত অবস্থাতেও চর্মচক্ষেই তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন যে, একদিন তিনি সকাল বেলায় খানকায় বসে হাদিসের কিতাব লিখছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় জ্যোতির্ময় পুরুষের বেশে খানকায় প্রবেশ করলেন এবং তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ মুচকি হেসে চলে গেলেন (একটি পুণ্যময় জীবন)। পৃষ্ঠা ১৫৭

মৌলবী মোছলেহুদ্দীন ছাহেব প্রণীত এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'দরূদের ফযীলত" গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় লেখক একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, হাদিসটি হলো-

"যে মসুলমান আমাকে দেখিয়াছে অথবা যে আমাকে দেখিয়াছে সে তাহাকে দেখিয়াছে, দোযখের আগুন তাহাকে (এমন মুসলমানকে) স্পর্শ করিবে না।" (তিরমিযী)

'হৃদয় তীর্থ মদিনার পথে' পুস্তকে বর্ণিত স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখার আমল -

★রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা নিঃসন্দেহে পরম সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে কিছু বিশেষ আমল রয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটি আমল এখানে উল্লেখ করা গেল-

★ মাফাখেরে ইসলামে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার দিনে হাজার বার اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ *(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিনিন নবীয়িল উম্মিয়ি।) অর্থ: 'হে আল্লাহ উম্মি নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন।'* এই দরূদ পড়বে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পাবে, যদি কিছুই না দেখে, তবে পাঁচ জুমা পর্যন্ত এই আমল অব্যাহত রাখবে। ইনশাআল্লাহ আনন্দদায়ক স্বপ্ন দেখবে। পৃষ্ঠা ১৭৮

★জুমার আগের রাত্রিতে দু'রাকাত নামাজ পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে ফাতেহার পরে ১১ বার আয়াতুল কুরসি এবং ১১ বার সুরা এখলাস পড়বে। নামাজের পর (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিনিন নবীয়িল উম্মিয়ি) এই দরূদ ১০০ বার পড়বে। যে ব্যক্তি এই আমল করবে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পাবে, নছিবে থাকলে ইনশাআল্লাহ ৩ জুমা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই দিদার লাভে ধন্য হবে। এটা কোন কোন দরবেশের পরীক্ষিত। পৃষ্ঠা ১৭৯

তবে এই সৌভাগ্য অর্জনের সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে, হৃদয় দর্শন আগ্রহে পরিপূর্ণ থাকা এবং প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ সমূহ হতে মুক্ত থাকা। স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে দেখার আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে উক্ত আমল করার পর পবিত্র বিছানায় অজুসহ ঘুমাতে হবে। বিছানায় শুয়ে দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যেতে হবে। ঘরের ভিতরে মানুষ ও অন্য কোন প্রাণীর ছবি ঝুলানো বা প্রকাশ্য অবস্থায় থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে, কুকুর থাকলে তা বের করে দিতে হবে।

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান প্রণীত 'স্বপ্ন যোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পুস্তকে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে পেয়েছেন তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা এবার উদ্ধৃত হল -

(১) 'বাহজাতুল-আসরার' নামক কিতাবের লেখক শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ শাফেয়ীর (রাহঃ) শায়খ এবং হযরত গাউসুল আজম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাহ.) এর মধ্যে কালের ব্যবধান খুবই সামান্য। তিনি শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবদুল্লাহ আজহারী হুসাইনী (রাহঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর (রাহঃ) একটা মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। অন্যূন দশ হাজার লোক নিবিষ্ট মনে তাঁর ওয়াজ শ্রবণ করছিল। শায়খের ঠিক সামনেই বসা ছিলেন শায়খ আলী ইবনে হাইতী (রাহঃ)। এই স্থানটিই তাঁর বসার জন্য নির্ধারিত ছিল। এক সময় দেখা গেল, শায়খ আলী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন শায়খ আলীর ওপর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই শায়খ জিলানী (রাহঃ) উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেন-খামোশ। সঙ্গে সঙ্গে মজলিস একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজই শোনা যাচ্ছিল না। অতঃপর হযরত শায়খ জিলানী (রাহঃ) মিম্বর থেকে নেমে আসলেন এবং শায়খ আলীর সামনে নিতান্ত আদবের সঙ্গে জোড়হাত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর শায়খ আলীর তন্দ্রা ভঙ্গ হলে হযরত গাওসুল আজম শায়খ জিলানী জিজ্ঞেস করলেন-শায়খ আলী! তুমি কি তন্দ্রার মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করেছ? আলী বললেন, জী হ্যাঁ।

তখন হযরত গাউসুল আজম বললেন, এ কারণেই আমি মিম্বর থেকে অবতরণ করে আদবের সাথে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী আদেশ করলেন? শায়খ আলী জবাব দিলেন- এরশাদ করলেন, আমি যেন আপনার এখানেই অবস্থান করি। অতঃপর লোকদের সম্বোধন করে শায়খ আলী (রাহঃ) বললেন- আমি স্বপ্নে যা দেখেছি, হযরত গাউসুল আজম জাগ্রত অবস্থাতেই তা দেখলেন। সমগ্র মজলিসে তখন এমন একটা আবেগময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, অন্যূন সাত ব্যক্তি আবেগের আতিশয্যে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

'মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়ার' লেখক হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎলাভ সম্পর্কিত বহু মাশায়েখের বক্তব্য সম্বলিত ঘটনাবলি উদ্ধৃত করার পর শায়খ বদরুদ্দীন হাসান ইবনে আহরাল (রাহঃ) এর এ সম্পর্কিত একটা বর্ণনা নকল করেন যে, সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত অবস্থায় প্রিয়নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাৎলাভ সম্পর্কিত ওলী-আওলিয়াগণের প্রত্যক্ষ বর্ণনা এত অধিক যে, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। অবশ্য জাগ্রত অবস্থায় সাক্ষাৎকার ঘটার সময়টিতে বাহ্যিক জ্ঞান-অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে এমন একটা স্বতন্ত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা

কোন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। (পৃষ্ঠা ১০)। (হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর বাষট্টিটি মজলিশের ওয়াজ সম্বলিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব "আল্ ফাত্হুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী" এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ তাজ কোং লিঃ। বড় পীরের মুখনিঃসৃত ধর্মোপদেশ সংক্রান্ত উক্ত গ্রন্থটি প্রত্যেক মুসলমানেরই পড়া একান্ত কর্তব্য।)

(২) হযরত আবু সায়ীদ ওয়ায়েযা বর্ণনা করেন, ঘটনাটি আমাকে আক্কার একজন সাধক ব্যক্তি শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি যখন কুফায় তখন সেখানে আবুল হাসান আলী ইবনে ইবরাহীম নামক একজন বড় ব্যবসায়ি বাস করতেন। তিনি বেশ ধনাঢ্য ছিলেন। কিছু সংখ্যক গরীব সৈয়দজাদা তাঁর নিকট থেকে ধারে সওদা পাতি নিতেন। তাঁরা এ সবের মূল্য পরিশোধ করতে পারতেন না। আবুল হাসান এসব অপারক লোকদের হিসাব একটা স্বতন্ত্র খাতায় লিখে রাখতেন এবং বলতেন, এ পাওনা আমি খোদ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পাব বলে আশা করি। কালক্রমে লোকটি গরীব হয়ে গেলেন এবং একদিন খাতাটি হাতে নিয়ে সৈয়দ উমর ইবনে ইয়াহ ইয়া আল-উলুব্বির নিকট উপনীত হলেন। বললেন, আমার নিকট থেকে আহলে- বাইতের সদস্য গণ অনেক পণ্য ধারে নিয়ে গেছেন। এখন আমি গরীব হয়ে গেছি। অন্ততঃ কিছু ফেরত পেলে আমার খুবই উপকার হতো। আবুল হাসান সে রাতেই স্বপ্নে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমার সাথে তোমার একটা হিসাব রয়েছে। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য তুমি অন্যের নিকট গেলে কেন? আবুল হাসান আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি গরীব হয়ে গেছি এবং বর্তমানে কষ্টের জীবন যাপন করছি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি তুমি দুনিয়াতেই প্রতিদান পাওয়ার আশায় আমার সাথে এ লেনদেন করে থাক, তবে আমি তোমার হিসাব বুঝিয়ে দিব। আর যদি আখেরাতে পাওয়ার আশা করে থাক, তবে অল্প আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। পরজগতে আসার সাথে সাথে তুমি তা পেয়ে যাবে। একথা শুনে আবুল হাসান ক্রন্দন করতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জাগ্রত হওয়ার পর তাঁর মধ্যে এমন এক ভাবান্তর উপস্থিত হল যে, তিনি আর লোকালয়ে থাকতে পারলেন না। নির্জন পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। কিছুদিন পর লোকেরা তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ পাহাড়ের একটা গুহা থেকে নিয়ে এসে দাফন করে দিল। সে রাতেই অন্ততঃ সাতজন বুযুর্গ স্বপ্নে দেখলেন, আবুল হাসান বহুমূল্য রেশমি পোশাক পরিধান করে বেহেশতের মধ্যে ঘুরাফিরা করছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আবুল হাসান! এমন বিরল সৌভাগ্য তুমি কি করে লাভ করলে? বললেন, যে ব্যক্তি রসূলে করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে প্রকৃত মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে তার ভাগ্যেই এরূপ সৌভাগ্য লেখা হয়ে যায়। আল্লাহর শুকুর যে, আমি ধৈর্য ধরায় পূর্ন প্রতিদান পেয়ে গেছি। পৃষ্ঠা ৩৬

(৩) শায়খ আবুল মাওয়াহেব (রহঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন যোগে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, কোন মজলিসে যখন পরচর্চা হতে থাকে, তখন যে ব্যক্তি সে মজলিস বর্জন করে না, আমি সেরূপ লোকের সাথে সাক্ষাৎ করি না। [নে'মাতে উযমা, ৩য় খণ্ড] পৃষ্ঠা ৬৮

(৪) মিসরের প্রখ্যাত সাধক আলেম শায়খুল- ইসলাম শরফুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সাইদ ইবনে হাম্মাদ আল-বুসিরী(রহঃ)রচিত "কাসিদাতুল-বোরদা" সমগ্র বিশ্বময় সর্বাধিক পঠিত একখানা দীর্ঘ কবিতা। একশ ষাট পংক্তি বিশিষ্ট এই কবিতা রচিত হয়েছে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে। আজ পর্যন্তও এ কবিতা প্রতিদিন অগণিত সুফি-সাধক নিত্য পঠিত অজিফার ন্যায় পাঠ করে থাকেন। দুনিয়ার এমন কোন অঞ্চল নাই যেখানে "কাসিদাতুল-বোরদা"-এর নিয়মিত পাঠক পাওয়া যাবে না। এই কবিতার রচয়িতা ইমাম হাসান বুসিরী(রহঃ) ৬০৮ হিঃ মোতাবেক **১২১৩** খৃস্টাব্দে মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬৯৬ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। মিশরের এস্কান্দারিয়াতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। অনুমান পঞ্চাশ বছর বয়সে বুসিরী মিসরের একজন সূফী আবুল আব্বাস আহমদ আল-মারাসির (মৃত্যু- ৬৮৬ হিঃ) নিকট মুরীদ হয়ে আধ্যাত্ম সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করেন। আরবী সাহিত্যের একজন প্রথম কাতারের কবি প্রতিভারূপে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর সমগ্র কাব্যসম্ভার "দীওয়ানে-বুসিরী" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম বুসিরীর (রহঃ)সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবিতা "কাসিদাতুল-বোরদা" -এর সাথে একটা অদ্ভুত স্বপ্নের ঘটনা জড়িত। তা হচ্ছে, অনুমান ষাট বছর বয়সে ইমাম বুসিরী(রহঃ) মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তার শরীরের নিম্নাংশ একেবারেই অবশ হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসার পরও তিনি কোন উপকার পেলেন না। বরং দিন দিন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। কেবল মাত্র আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাঁদাকাটা এবং দোয়া করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। এমতাবস্থাতেই তাঁর মনে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসা সূচক একটা কবিতা রচনা করার প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এই কবিতার ভাষাতেই তিনি রসুলে মকবুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় মহান আল্লাহর দরবারে রোগমুক্তির জন্য আকুতি পেশ করবেন। দীর্ঘ কবিতাটি রচিত হওয়ার পর ইমাম বুসিরী (রহঃ) এক জুমার রাতে কবিতাটি কয়েকবার আবেগ ভরে পাঠ করে শুয়ে রইলেন। স্বপ্নে দেখলেন তিনি যেন রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাক দরবারে কবিতাটি আবৃত্তি করছেন এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তুষ্ট চিত্তে তা উপভোগ করছেন, এক পর্যায়ে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি যেন ইমাম বুসিরীর(রহঃ) গায়ে পাড়যুক্ত একখানা ইয়ামানী চাদর জড়িয়ে দিচ্ছেন। বুসিরী জাগ্রত হয়ে দেখলেন, তাঁর গায়ে সত্য সত্যই একখানা ইয়ামানী চাদর জড়ানো রয়েছে এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। এমন মনে হচ্ছে যেন, তাঁর শরীরে কোন দিন কোন অসুখই ছিল না। ইমাম বুসিরী (রাহঃ) বুঝলেন যে, রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ দোয়াতে তিনি এমন আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আর এজন্য তিনি প্রাণভরে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। শুধু এখানেই শেষ নয়। পরদিন ইমাম বুসিরী(রহঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সংসার ত্যাগী এক দরবেশ তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন, বললেন, আপনি যে কবিতাটা গতরাতে রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পাঠ করেছিলেন সেটা আমাকে লিখে দিতে হবে। ইমাম বুসিরী(রহঃ) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ তথ্য তো আর কেউ জানে না, এটা তুমি জানলে কি করে? দরবেশ বললেন, আপনি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তা পাঠ করছিলেন, তখন আমিও তো সেখানে ছিলাম, নিজ কানে শুনেছি। অগত্যা বুসিরী (রহঃ) দরবেশকে কবিতাটা

লিখে দিলেন। শেষ পর্যন্ত এ আশ্চর্যজনক তথ্যটা আর গোপন রইল না। মিসরের তদানীন্তন শাসক মালিক তাহেরের ওজীর শায়খ বাহাউদ্দিনের কান পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে গেল। ওজীর স্বয়ং একদিন বুসিরীর (রহঃ) বাড়ীতে এসে হাজির হলেন এবং নিতান্ত আগ্রহ সহকারে কবিতাটা শুনলেন। এই মোবারক কবিতাটার বরকতময়তার কথা এমনিই ছড়িয়ে পড়লো যে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এটা সাধক আশেকে-রসুলগণের একখানা নিত্য পাঠ্য ওজিফায় পরিণত হয়ে গেল। বহু স্থানে এই কবিতা ইমারত গাত্রে পর্যন্ত সোনার হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তুর্কি সুলতানগণ মসজিদে নববী শরীফের গায়েও পুর্ন কবিতা খানা সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখেছিলেন। উল্লেখ্য যে 'বোরদাহ' শব্দের অর্থ পাড় যুক্ত ইয়ামানী চাদর। বুসিরী এ কবিতার পুরস্কারস্বরূপ সে চাদর লাভ করেছিলেন বলেই এর নামকরণ হয়েছে "কাসিদাতুল-বোরদা"। [দালায়েলুল খয়রাত ও হেজবুল বাহর- এর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য] পৃষ্ঠা ১৩২

(৫) এক ব্যক্তি বিরান জঙ্গলে একাকী কোন দূরের সফরে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সওয়ারী জানোয়ারের পা ভেঙ্গে পড়ে গেল। লোকটা এ জনমানবহীন প্রান্তরে নিরুপায় হয়ে একান্ত মনে দরূদ শরীফ পড়ে যেতে লাগল। কিছু সময় এভাবে অতিবাহিত হলে পর সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং দেখতে পেল যে, তিন জন দিব্য কান্তি মহাপুরুষ অপর দিক থেকে এসে তার সামনে থেমেছেন। তন্মধ্যে একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দুইজন এসে লোকটার সওয়ারীর পায়ে কি যেন প্রয়োগ করে একেবারে আরোগ্য করে ফেললেন। অসহায় মুসাফির কৃতজ্ঞ চিত্তে জানতে চাইলেন, তাঁরা এবং অদূরে দণ্ডায়মান সেই মহাপুরুষই বা কে? সামনের দুজন জবাব দিলেন যে, তাঁরা হাসান (রাঃ) এবং হোসাইন (রাঃ)। আর একটু দূরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি এঁদের নানা খোদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। একথা শুনে লোকটা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল, ইয়া রসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি আপনার পদচুম্বন করতে চাই। আপনি আমার নিকট থেকে দূরে কেন? রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, না। আমি তোমার কাছে আসতে পারছি না। কারণ, তোমার মুখ থেকে তামাকের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। [আনওয়ারুর রহমান] পৃষ্ঠা ৯২

(৬) "রাহমাতুল-লিল-আলামিন" নামক সীরাত (জীবনী) গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে বাজারে আসার আগেই লেখক বিচারপতি কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান মনসুরপুরী এ মর্মে অনেকগুলো পত্র পান যে, আপনার কিতাব "রাহমাতুল-লিল-আলামিন" আমরা দেখিনি বা এর নামও কোথাও শুনিনি। স্বপ্ন যোগে রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার নিকট থেকে আমরা "রাহমাতুল-লিল-আলামিন" নামক কিতাবখানা সংগ্রহ করি। আপনার এ ঠিকানাও আমাদিগকে স্বপ্ন যোগেই বলে দেওয়া হয়েছে। মোট তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই বিখ্যাত কিতাবখানার প্রথম খণ্ড **১৯২১** খৃঃ প্রকাশিত হয়। [মা'আরেফুল আসমা] পৃষ্ঠা ১৪৫

(৭) কাশ্মীরের হযরতবাল দরগাহ শরীফে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাড়ি মোবারকের একখানা পবিত্র কেশ সংরক্ষিত রয়েছে। লৌহকপাট যুক্ত একটি সুরক্ষিত সিন্ধুকের মধ্যে সুদৃশ্য একখানা কাঁচপাত্রে পবিত্র কেশ খানা রাখা হয়েছে।

এ পবিত্র কেশখানা কাশ্মীর পর্যন্ত নিয়ে আসার যে ইতিহাস রয়েছে, সংক্ষেপে তা হচ্ছে-

মদীনা শরীফের বাসিন্দা সৈয়দ আবদুল্লাহ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বংশানুক্রমে

কয়েকখানা পবিত্র বস্তু সংরক্ষিত ছিল। এর মধ্যে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাড়ি মোবারকের একখানা কেশও ছিল। সৈয়দ আবদুল্লাহ কোন কারণে রাজরোষে পতিত হয়ে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে সপরিবারে এদেশে চলে আসেন। তখন মোগল সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল। সম্রাট এই সম্মানিত ব্যক্তির জন্য দক্ষিণাত্যের বিজাপুরে একটি জায়গীর দান করেন।
সৈয়দ আবদুল্লাহর ইন্তেকালের পর এই বরকতময় বস্তুগুলো তাঁর পুত্র সৈয়দ হামেদের দখলে আসে। নানা কারণে সৈয়দ হামেদ এক সময় দারিদ্র কবলিত হয়ে পড়েন। এসময় খাজা নূরুদ্দীন আশাওরী নামক একজন কাশ্মিরী বণিক সৈয়দ হামেদকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করতে থাকেন। সম্পর্ক একটু ঘনিষ্ট হওয়ার পর খাজা নূরুদ্দীনকে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কেশ দেখতে দেওয়া হয়। এরপর থেকে খাজা সাহেব এ পবিত্র বস্তুটি লাভ করার জন্য বেকারার হয়ে পড়েন। কিন্তু সৈয়দ হামেদ এই পবিত্র বস্তু হস্তান্তর করতে সম্মত হচ্ছিলেন না। এমনি এক সময় তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, নবী-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কাশ্মীরী বণিককে নিরাশ না করে পবিত্র কেশখানা খাজা নূরুদ্দীনের হাতে তুলে দেন।
খাজা সাহেব এ পবিত্র বস্তুটি সহ স্বদেশ কাশ্মীরের পথে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিনের জন্য লাহোরে যাত্রাবিরতি করেন। এ সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব লাহোরে অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে সম্রাট খাজা নূরুদ্দীনকে দরবারে তলব করলেন। আওরঙ্গজেব নিজেও ছিলেন মস্ত বড় একজন আলেম এবং আবেদ। কেশ মোবারকখানা আসল কিনা পরীক্ষা করে দেখতে মনস্থ করলেন। প্রথমে আগুনে রাখা হলো, কিন্তু আগুন তাতে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারলো না। রোদে নিয়ে রাখার পর দেখা গেল, এক টুকরা মেঘ উড়ে এসে এর উপর ছায়া বিস্তার করেছে এরপর কেশখানা সামনে নিয়ে নিবিষ্ট মনে দরূদ পাঠ করতে লাগলেন। দেখা গেল, কেশখানাতে এক ধরণের অদ্ভুত কম্পন শুরু হয়েছে।
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্রাট যখন নিশ্চিত হলেন যে, এটি যথার্থই রসূলে মকবুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেশ মোবারক, তখনই মন্তব্য করলেন, এই মহামূল্য বস্তুটির মোকাবিলায় আমার এর সাম্রাজ্যও নিতান্ত তুচ্ছ এবং সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, এ পবিত্র কেশ আজমীরে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতির মাজারে সংরক্ষিত থাকবে।
খাজা নূরুদ্দীন এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। পবিত্র কেশখানা আজমীরে সংরক্ষিত করার পর নবম দিনেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। সে রাতেই আওরঙ্গজেব স্বপ্ন দেখলেন,- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন,- "আমার প্রতি আবেগময় ভালবাসায় পূর্ণ খাজার মনে তুমি দারুণ আঘাত দিয়েছ। এখনও সময় আছে, তার আকাংখা পূর্ণ কর।
সম্রাট এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর খাজা নুরুদ্দীনের মৃতদেহ এবং তৎসহ পবিত্র কেশ কাশ্মীরে প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। শ্রীনগরের একটি মনোরম উদ্যানে একটি স্বতন্ত্র ইমারত নির্মাণ করে পরম যত্নের সাথে পবিত্র কেশ খানা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হয়। উদ্যানেরই অন্য এক পাশে ভাগ্যবান বণিক খাজা নুরুদ্দীন আশাওরীকে দাফন করা হয়েছে। -(আতশে-চেনারঃ শায়খ মুঃ আবদুল্লাহ)। পৃষ্ঠা ১০২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে বুযুর্গানে দ্বীনের প্রত্যক্ষদর্শিতা

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্লুস সালাওয়াত পুস্তক থেকে বুযুর্গানে দ্বীনের প্রত্যক্ষদর্শিতা বিষয়ক ১৩টি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হলো-

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হেকাম (র.) বলেন, 'আমি শাফেরী (র.)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন।' বলিলাম,'কিসের বদৌলতে আপনার এই মর্যাদা লাভ হইল?' আমাকে এক ব্যক্তি বলিলেন, 'কিতাবুর রেসালাতে যে দরূদ শরীফ আছে উহা পাঠের ওসিলায়।' আমি বলিলাম, 'উহা কিরূপ?' তিনি বলিলেন, সেই দরূদ শরীফ এই-

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদিন আদাদা মা জাকারাহুজ্ জাকেরূনা ওয়া আদাদা মা গাফালা আন্ জিকরিহিল গাফিলূন।' অর্থ: হে আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন পরিমাণ রহমত নাযিল করুন, যে পরিমাণ স্মরণকারী তাকে স্মরণ করছে এবং যে পরিমাণ অমনোযোগী তাকে অবহেলা করছে, তার স্মরণ থেকে গাফিল রয়েছে। রাত্রি প্রভাত হইলে 'কিতাবুর রেসালতে' দেখিলাম, বাস্তবিকই ঐ দরূদ শরীফ লিখিত আছে।' পৃষ্ঠা ৯২

(২) একদা একজন স্ত্রীলোক হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট গিয়া বলিল, 'হুযুর, আমার একটি মেয়ের মৃত্যু হইয়াছে। আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে চাই।' তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি এশার নামাযের পর এই নিয়মে চার রাকাত নফল নামায পড়িও যে, প্রত্যেক রাকাত নামযে সূরা ফাতেহার পর সূরা তাকাসুর পড়িবে, অতঃপর শুইয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিও যে পর্যন্ত তোমার ঘুম না আসে।' স্ত্রী লোকটি তাহাই করিল এবং তাহার মেয়েকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল। সে দেখিল তাহার মেয়ে ভীষণ আযাবে নিপতিত। তাহাকে আলকাতরার পোশাক পরান হইয়াছে এবং তাহার হাত পা আগুনের শিকলে বাঁধা। স্ত্রীলোকটি নিদ্রা হইতে জাগিয়া বসরী (র.)-এর নিকট গমণ করিল এবং স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তাহার জন্য কিছু সাদকা খায়রাত করিও। হয়ত আল্লাহ তা'আলার তাহাকে ক্ষমা করিবেন।' সেই রাত্রিতে হাসান বসরী স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি বেহেশতের একটি বাগানের মধ্যে আছেন। সেখানে একটি পালংকে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। তাহার মাথায় নূরের তাজ।
সে বলিল, 'হে হাসান, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন না?' তিনি 'না' বলিলে সে আবার বলিল, 'আমি সেই স্ত্রীলোকের মেয়ে যাহাকে আপনি নামায ও দরূদ শরীফ পড়িতে উপদেশ দিয়াছিলেন।' তিনি বলিলেন,'তোমার মা তো আমাকে তোমার দূরবস্থার সংবাদ দিয়াছিলেন।' সে বলিল, 'তাহার কথা ঠিকই ছিল। তিনি বলিলেন, তবে তোমার এইরূপ মর্যাদা লাভ হইল কি করিয়া?' সে বলিল আমরা ৭০ হাজার মানুষ আজাবগ্রস্থ ছিলাম। আমার মা তাহাই দেখিয়া আপনাকে ঐ সংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে একজন নেককার লোক আমাদের কবরস্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তাহার সওয়াব আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন। তাহাতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে দয়া করিয়া আযাবমুক্ত করিলেন এবং এই রূপ মর্যাদা দান করিয়াছেন যাহা আপনি দেখিতেছেন। পৃষ্ঠা ৯৮

(৩) মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ (র.) একজন বিশিষ্ট নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রত্যেক রাত্রিতে এক নির্ধারিত সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম। একদা রাত্রিতে সেই নির্ধারিত দরূদ শরীফ পাঠান্তে আমার ঘুম আসিল। স্বপ্নে দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়ীতে তশরীফ আনিয়াছেন। তাঁহারা নূরে আমার সমস্ত ঘরই আলোকিত। তিনি বলিলেন, তোমার ঐ মুখ আমার নিকট লইয়া আস যেন আমি চুম্বন দিতে পারি, কারণ 'তোমার ঐ মুখ সর্বদা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।' আমার খুব লজ্জা অনুভব হইল এবং আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তিনি আমার গালে চুম্বন দিলেন। এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম, আমার ঘর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ তৎক্ষণাত আমার স্ত্রীকে জাগাইলাম। সে জাগিয়া বলিল, 'আমাদের ঘর এমন সুগন্ধিপূর্ণ কেন? আমি তখন সমস্ত ঘটনা বলিলাম। আমার গালের যে স্থানে চুম্বণ দিয়াছিলেন, আটদিন পর্যন্ত সেখানে সুগন্ধ বর্তমান ছিল। আমার স্ত্রী ও অন্যান্য সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেন। পৃষ্ঠা ৯৯

(৪) ফাযাল ইবনে জীরাক (র.) বলেন, 'খোরাসান হইতে একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে বলিলেন,'আমি যখন মদীনার মসজিদে ছিলাম তখন একদিন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি যখন হামদানে যাইবে, তখন ফাযাল ইবনে জীরাককে আমার সালাম দিও।' আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইহার কারণ কী?' তিনি বলিলেন, 'সে প্রত্যহ আমার উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে।' অতঃপর সেই ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, 'বলুন, আপনি কোন দরূদ শরীফ পাঠ করেন।' আমি বলিলাম, 'আমি প্রত্যহ ১০০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করি:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ جَزَا للهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُه–

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবীয়্যিল উম্মিয়ি ওয়া আলা আ'লি মুহাম্মাদিন জাযাল্লাহু মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আন্না মা হুয়া আহলুহু।

অর্থ: হে আল্লাহ উম্মী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করুন, হে আল্লাহ আমাদের পক্ষ হতে প্রতিদান প্রদান করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতটুকুর উপযুক্ত তিনি।

তিনি আমার নিকট হইতে এই দরূদ শরীফ লিখিয়া লইলেন এবং কসম করিয়া বলিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাকে চিনিতেনও না, জানিতেন না, যে পর্যন্ত না রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পরিচয় দিলেন। তাঁহার প্রস্থানকালে, এই সুসংবাদ বহন করার জন্য আমি তাঁহাকে কিছু দান করিতে চাহিলাম কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনের পরিবর্তে আমি কিছুই গ্রহণ করিতে পারি না। ইহার পর বাকী জীবনে আর তাঁহাকে দেখি নাই।' পৃষ্ঠা ১০০

(৫) আবদুর রাহিম ইবনে আবদির রাহিম ইবনে আবদির রাহমান ইবনে আহমদ বলেন, একদা গোসলখানায় আছাড় পড়িয়া আমি আমার এক হাতে গুরুতর আঘাত পাইলাম। ফলে হাত ফুলিয়া গেল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এইরূপ যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায় এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেনম 'বৎস- তোমার দরূদ শরীফ পাঠই তোমার দুঃখের সময় আমাকে দুঃখিত করিয়াছে।' জাগরিত হইয়া দেখি আমার হাতে আর কোন বেদনা নাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে আমার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। পৃষ্ঠা ১০২

(৬) শায়খ ইবনে আবদুল করিম (র.)বলেন, 'আমি মুহাম্মদ ইবনুল ইমাম জাকি উদ্দিন মুনজেরী (র.)-কে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহে' আল্লাহ তা'আলা

আমাকে বেহেশতে দাখিল করিয়াছেন। আমি বেহেশতে গিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত মুবারক চুম্বন করিলাম। তিনি বলিলেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করে যে, যাহারা নিজ হস্তে লিখিবার সময় লিখিবে قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তাহার সকলেই আমার সঙ্গে বেহেশতে থাকিবে। পৃষ্ঠা ১০৬

(৭) আবুল আব্বাস আকলিশী (র.)কে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি আনন্দের সহিত বেহেশতে ভ্রমণ করিতেছেন। এই অবস্থা কি প্রকারে লাভ হইল, জিজ্ঞেস করায় তিনি বলিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে 'কিতাবুল আরবাইন' নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম তাহারই বদৌলতের এই অবস্থা আল্লাহ তা'আলা দান করিয়াছেন।' পৃষ্ঠা ১০৯

(৮) সৈয়দ আবদুল জলীল মাগবেরী (র.) তাঁহার কিতাব আল ইনামু তাশবিয়াতু ফী উলুওই মাক্কামি নাবিয়্যিনা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম -এর ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'আমি এই কিতাব প্রণয়নকালে (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা এবং তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠের মাহাত্ম্য বর্ণনাকালে) একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি একটি খচ্চরের উপর চাপিয়া বহুলোকের সহিত কোন কাজের জন্য কোথাও যাইতেছি। কিছুদূর গিয়া দেখি যে, আমার খচ্চরটি অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য লোকেরা অনেক আগে চলিয়া গিয়াছে। আমি খচ্চরটিকে যতই তাড়া দিই উহা কিছুতেই আগে বাড়ে না। পরে দেখিলাম যে, একজন লোক উহাকে পিছন হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাকে আগে যাইতে দিতেছে না। এমন সময় একজন সুপুরুষ সেখানে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, 'উহাকে বাধা দিও না। ছাড়িয়া দাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং তাহার পরিবারবর্গের জন্য শাফায়াত করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন।' আমার ঘুম ভাঙ্গিল। জানিতে পারিলাম যে, উনি ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (কাররামাল্লাহু তা'আলা ওজাহহুল কারীম) ইহাও জানিতে পারিলাম যে, নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উপলব্ধি এবং তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত বর্ণনার মাধ্যমে আমার এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। পৃষ্ঠা ১২৬

(৯) তিনি উক্ত কিতাবে আবার বলিয়াছেন, 'কিছু দিন গত হইলে আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি যেন আমার ঘরে তাশরীফ আনিয়াছেন- সমস্ত ঘর তাঁহার অনুপম নূরে উদ্ভাসিত। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্' এই রূপ তিনবার বলিলাম। পরে আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনার আশ্রিত ও শাফায়াত কামী।' তিনি আমার হাত ধরিয়া চুম্বন দিয়া বলিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।' অতঃপর আমার একজন মৃত প্রতিবেশীকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ প্রশংসাকারী খাদেমগণের মধ্যে অন্যতম।' আমি বলিলাম, 'তাহা আপনি কি করিয়া জানিলেন?' তিনি বলিলেন,' কেন, আকাশে ফেরেশেতাগণের মধ্যে আপনার এই সুখ্যাতিই প্রচারিত হইতেছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে ইহা শুনিলেন এবং হাসিলেন ইহার পর খুব আনন্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিল।

তিনি আবার বলিয়াছেন, 'কিছু দিন পর আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখি যে, তিনি আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। বলিলাম, 'আব্বাজান, আমার দ্বারা আপনি কি কোন উপকার

লাভ করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় ।' আমি বলিলাম, 'কি জন্য? তিনি বলিলেন, 'তুমি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ সম্বন্ধে কিতাব প্রণয়ন করিয়াছ, তজ্জন্য ।' আমি বলিলাম, কি প্রকারে জানিলেন? তিনি বলিলেন, 'কেন, মালাউল আ'লা ফেরেশতাগণের মধ্যে এই সম্বন্ধে আলাপ চলিতেছে ।' পৃষ্ঠা ১২৭

(১০) ইমাম সমরকন্দী (র.) বলেন, 'আমি একবার এক ময়দানে যাইতে যাইতে পথ ভূলিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম । এমন সময় একজন লোকের সহিত হঠাৎ দেখা হইল । তিনি বলিলেন, 'আসুন, আমার সঙ্গে আসুন' আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া দিই ।' আমি জিজ্ঞেস করিলাম, আপনার নাম কি? তিনি বলিলেন, 'আমার নাম খিজির ইবনে ঈশা আবুল আব্বাস (অর্থাৎ,খিজির আলাইহিস সালাম) ।' তাঁহার আর একজন সাথী ছিলেন । তাঁহাকে আমি বলিলাম, "আপনার নাম কি?" তিনি বলিলেন, আমার ইলিয়াস ইবনে সাম (অর্থাৎ: ইলিয়াস আলাইহিস সালাম) ।' আমি বলিলাম, 'আল্লাহ তা'আলা আপনাদিগকে রহম করুন । আপনারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়েছেন কি? তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ । 'আমি বলিলাম, 'আল্লাহ তা'আলার কসম আপনারা তাঁহার মুখ হইতে কোন হাদীস শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলুন যেন আমি আপনাদের তরফ হইতে রেওয়ায়েত করিতে পারি । তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি: 'যদি কোন ঈমানদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার কালবকে সজীব ও নূরান্বিত করেন ।' তাঁহাকে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি: 'যে কেহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার হৃদয়কে নেফাক হইতে এমনভাবে পবিত্র করেন যেন পানি কাপড়কে পবিত্র করে' । তিনি ইহাও বলিয়াছেন: 'যদি কোন ঈমানদার বলে, صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ *'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মদ' অর্থ: হে আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত (দুরূদ) প্রেরণ করুন ।* তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানুষের নিকট ভালবাসার পাত্র করিয়া তোলেন, যদিও তাহারা ইহার পূর্বে অপছন্দ করিত । আল্লাহ তা'আলার কসম, মানুষ তাহাকে ভালবাসিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ভাল না বাসেন । তাঁহারা আরও বলিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া এই কথা বলিতে শুনিয়াছি: 'যদি কেহ বলে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মদ, 'তবে সে নিজের জন্য ৭০টি রহমতের দ্বার উদঘাটিত করে ।'

তাহারা ইহাও বলিলেন, "আমরা একদিন দেখিলাম একজন লোক শাম দেশ হইতে আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল আমার বৃদ্ধ পিতা আপনাকে দেখিতে চান ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,'তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আসিও ।' সে বলিল, 'তিনি অন্ধ, দেখিতে পান না ।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, 'তাহা হইলে তাহাকে সাত রাত্রি সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলা মুহাম্মদ' এই দরূদ শরীফ পড়িতে বল । ইহা করিলে সে আমাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে । এমন কি স্বপ্নে আমার নিকট হইতে যে হাদীস শুনিবে তাহা সে রেওয়ায়েত করিতে পারিবে ।' সেই লোকটি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উপদেশ মত সাত রাত্রি দরূদ শরীফ আমল করিবার পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল । স্বপ্নে যে হাদীস সে শুনিয়াছিল পরে সে তাহা বর্ণনা করিত ।'

তাঁহারা পুনরায় বলিলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমরা কোন মজলিসে বস তখন- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মাদিন' (অর্থ: পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি এবং আল্লাহ রহমত নাযিল করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর)* পাঠ কর- তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিবেন, যে তোমাদিগকে গীবত হইতে বাঁচাইবে । এমন কি তোমরা গীবত করিতেই পারিবে না । যখন তোমরা মজলিস হইতে উঠিবে তখনও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা মুহাম্মদ' পাঠ করিও তাহা হইলে অন্য লোকেরা তোমাদের গীবত করিত পারিবে না । কারণ ঐ ফেরেশতা তাহাদিগকে গীবত হইতে বাঁধা দিবেন ।"

পাঠক! হাদীস বর্ণনার প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম এবং কোন হাদীসের কিতাবেই এইরূপ হাদীস না থাকায় সন্দেহ জাগিতে পার যে এইগুলি সহীহ্ হাদীস কিনা এবং গ্রহণীয় কি না । এই অমূলক সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলা যাইতেছে যে বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট এই প্রকার সনদ সঠিকতার দিক দিয়া অতি উচ্চ পর্যায়ভুক্ত কেন না যাঁহারা এই প্রকার হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার বড় আওলিয়া । তন্মধ্যে ইলিয়াস আলাইহিস সালাম একজন জীবিত নবী । ইহাদের রেওয়ায়েত কৃত হাদীস, রাবীদের বর্ণনাকৃত হাদীসের তুলনায় সঠিকতার দিক দিয়া বহু উর্দ্ধে । এই জন্য ইমাম শা'রানী (র.) বলিয়াছেন, 'আমার মুর্শেদ আলী খাওয়াছ রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এই প্রকারের হাদীস সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি যে, মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষায় এই প্রকার হাদীসের বর্ণনা সন্দিগ্ধ হইলেও, সনদের দিক দিয়া সর্বোপরি সহীহ্ । পৃষ্ঠা ১৩১

(১১) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জাজুলি (রা.) বলেন, 'একদিন মোসাফেরী অবস্থায় আমার নামাযের সময় হওয়ায় আমি ওযুর পানি খুঁজিতে লাগিলাম । একটি কূপ দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু উহা হইতে পানি উঠাইবার জন্য কোন বালতি পাইলাম না । তখন কি করা উচিত এই চিন্তায় ছিলাম । এমন সময় দেখিলাম যে একটি ঘরের জানালা হইতে একটি ছোট মেয়ে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে । সে বলিল, 'আপনার কি হইয়াছে যে আপনি এইরূপ 'অস্থির অবস্থায় আছেন? আমি তখন আমার অবস্থা খুলিয়া বলিলাম ।' সে বলিল, 'আপনি কি ঐ লোক যাহার লোকে এত সুখ্যাতি করিয়া থাকে? তাহাই যদি হয়, তবে আপনি কূপ হইতে পানি উঠাইবার জন্য এত বেগ পাইতেছেন কেন?' এই কথা বলিয়া সে আসিয়া কূপে থুথু ফেলিল । অমনি কূপের পানি ফোয়ারা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল । তখন আমি ওযু করিয়া নামায পড়িলাম ।' পরে তাহাকে বলিলাম, 'তোমাকে আল্লাহ তায়ালার কসম তুমি বল কি জন্য তুমি এরূপ অসাধারণ শক্তি লাভ করিতে পারিয়াছ?' সে বলিল, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই দরজা দান করিয়াছেন ।' দরূদ শরীফের এই মাহাত্ম্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমি দরূদ শরীফের ওজিফার জন্য বিশেষ কিতাব সঙ্কলন করিব । প্রকাশ থাকে যে সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান জাজুলি (র.) তাঁহার

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক বিশেষ দরূদের ওজিফার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ দুনিয়ার সর্বত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভক্তগণ সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করিয়া অশেষ মঙ্গল লাভের পাত্র হইতেছেন।

এই কিতাবের নাম, 'দালায়েলুল খায়রাত'। ইহা বাংলাদেশের যে কোন বইয়ের বাজারে পাওয়া যায়। ইহা ওজিফার একটি অমূল্য কিতাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এবং তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে আখেরাতকে নূরান্বিত করিবার জন্য ইহা সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব। আমি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে এই কিতাবকে ওজিফারূপে গ্রহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। পৃষ্ঠা ১৩৬

(১২) শায়খ আবু আব্দিল্লাহির রাস্‌সা (র.) তদীয় 'তোহফাতুল আখয়ার' কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে শায়খ আবুল হাসান ইবনুল হারেসুল লায়সী রাদীয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আধিক্যের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমার অবস্থা এক সময় এতই শোচনীয় হইল যে আমি কর্পদকহীন হইয়া পড়িলাম। পুত্র-কন্যাদের অন্ন জুটাইবার অবস্থাও আমার থাকিল না। ঈদের আগমনে সকলের গৃহে ঈদের প্রস্তুতি দেখা দিল, কিন্তু আমার নিকট এমন কিছুই ছিল না যদ্বারা কিছু খাদ্যের এবং পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারি। ঈদের রাত্রি সমাগত। 'কি করা' উচিত তাহাই চিন্তা করিতেছি এমন সময় কে একজন দরজায় আওয়াজ দিল। কপাট খুলিয়া দেখি আমাদের অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আরও অনেকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া মোমবাতি। এত রাত্রিতে এইরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনে আমি অবাক হইলাম। তিনি বলিলেন, 'কিয়ৎক্ষণ পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম।

তিনি বলিলেন, 'আবুল হাসান ও তাঁহার সন্তানগণ নিতান্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের এমন কিছু নাই যদ্বারা আগামী কল্য ঈদ উৎসব পালন করিতে পারে। তুমি এক্ষুনি গিয়া তাহার বস্ত্রাদি ও খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিও যদ্বারা সে এবং তাহার সন্তানগণ ভালোভাবে ঈদ করিতে পারে।' আমার ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ও পোশাক পরিচ্ছেদের আসবাবপত্র লইয়া এই কয়েকজন দরজীসহ ছুটিয়া আসিয়াছি যেন তাহারা রাতারাতি আপনাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি তৈয়ার করিয়া দিতে পারে।' অতঃপর তিনি দরজীগণকে বলিলেন, 'এস, তোমরা অবিলম্বে কাজ আরম্ভ কর- যেন তাঁহারা প্রভাতে ঈদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন।'

পাঠক-অনুধাবন করুন, দরূদ শরীফের মর্যাদা ও কার্যকারিতা। প্রকৃতই যাঁহারা দরূদ শরীফের ভক্ত, তাঁহাদের দুনিয়া ও আখেরাতের চিন্তাকে আল্লাহ তা'আলা এইভাবেই দূর করেন। পৃষ্ঠা ১৪৪

(১৩) নাযহাতুল মাজালেস্‌ কিতাবে শায়খ আবদুর রাহমান সাফূরী (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন লোকের মৃত্যুর সময় নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞেস করিলেন 'তোমার কি মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতেছে? সে বলিল 'না আমি কোন যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি না! কারণ, আমি আলেমদিগকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে যদি কেহ বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহা হইলে তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা হইবে না। সেই সময় হইতে আমি

বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পড়িয়া আসিতেছি। তাহার বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।' উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ হইতে পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে দরূদ শরীফ পাঠের উপকারিতা কত উচ্চ, কত মহান এবং কত বিশাল। যাহারা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভেচ্ছুক তাহাদের জন্য দরূদ শরীফ যে এক বিরাট সম্বল ইহা বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃত হাদীসসমূহ ও বক্তব্যসমূহ অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না। পৃষ্ঠা ১৪৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কতিপয় দরূদ শরীফের বিশেষ ফযীলত

★ শায়খ সাবী (রহঃ) ও আল্লামা মুহাম্মদ আমীর (রহঃ) ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে নিয়মিতভাবে -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَلِيِّ الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِه وَصَحْبِه وَسَلِّمْ.

'আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন নবীয়্যিল উম্মিয়িল হাবীবিল আলিয়িল কাদরিল আযীমিল জাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম।'

অর্থঃ 'হে আল্লাহ রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন মহা সম্মানী এবং উচ্চ মর্যাদা শীল বন্ধু উম্মি নবী আমাদের সরদার মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এবং সাহাবীগণের উপর।

এই দরূদ শরীফ আমল করে, যদি একবার করেও হয়, মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাকে সমাহিত করবেন। সাইয়েদ আহমদ দাহ্‌লান এবং অন্যান্য আরেফগণ এই দরূদ শরীফের অনেক ফযিলত বর্ণনা করেছেন যথা, যে ব্যক্তি সর্বদা জুমার রাতে এই দরূদ শরীফ অন্ততঃ একবার করেও পড়ে মৃত্যুর সময় ও কবরে যাওয়ার সময় তার রূহের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম- এর রূহ পাকের মোশাহেদা ঘটে এবং সে দেখতে পায় যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাকে দাফন করছেন। কোন একজন আরেফ বলেছেন, যে এই দরূদের উপর সর্বদা আমল করে তাহলে তার উচিত প্রত্যেক রাত্রে উহা দশবার পড়া এবং প্রত্যেক জুমার রাতে ১০০ বার পড়া, যাতে এই মরতবা হাসিল হয়। আরেফ শায়খ ওসমান দিমইয়াতি (রহঃ) এই দরূদ শরীফের অনেক ফযিলত বর্ণনা করেছেন এবং নিজে প্রত্যেক নামাজের পর তিনবার বা অন্তত ১ বার পড়তেন। (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্‌ সালাওয়াত,পৃষ্ঠা ১৫১)

★ আবু মুহাম্মদ জাবর (রাঃ) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়িবে সে দণ্ডায়মান থাকলে বসিবার পূর্বে এবং উপবিষ্ট থাকিলে দাঁড়াইবার পূর্বেই তার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।' দরূদটি এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه وَسَلِّمْ.

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম।'

অর্থঃ 'হে আল্লাহ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন'। (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্‌ সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ১৬১)

★ হযরত শাহ ওলীউলাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) লিখেছেন, মহান পিতা আমাকে এই দরূদ শরীফ খানা শিক্ষা দিয়েছিলেন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدَنِ النَّبِيِّ الْاُمِّ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মাদানিন- নাবীয়্যিল- উম্মী ওয়াআলিহী ওয়াবারিক ওয়া সাল্লিম ।'

অর্থঃ 'হে আল্লাহ উম্মি নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর বংশধরগণের উপর বরকত ও রহমত বর্ষণ করুন' । স্বপ্নের মধ্যে আমি এই দরূদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম - এর সামনে পাঠ করলে তিনি তা পছন্দ করেন। শাহ সাহেব আরও বলেন, এই খান্দান যা কিছু লাভ করেছে, তা এই দরূদ শরীফের কল্যাণেই হয়েছে। (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ) (হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান প্রণীত 'স্বপ্ন যোগে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নামক পুস্তকের ১২১পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)

★ ইমাম শা' রানী (রহঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান যার সদকা দেয়ার সঙ্গতি নাই, সে তার দোয়ার মধ্যে এই দরূদ পড়ুক, কেননা ইহাই তার জন্য যাকাত বা সদকা এবং ইহা তার ধন সম্পদ ও বিষয়- সম্পত্তি বর্ধিত হইবার কারণ হইবে।' দরূদটি এই -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আব দিকা ওয়া রাসুলিকা ওয়া সাল্লি আলাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি ।'

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আপনার বান্দা ও রাসুল মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং সকল মুমিন নারীপুরুষ ও মুসলমান নারীপুরুষের উপরও রহমত বর্ষণ করুন' (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ১৬০)

★ আরেফ মুহাম্মদ হক্কি নাজেলী (রহঃ) তাঁর প্রণীত 'খাজিনাতুল আসরার' কিতাবে এই দরূদ শরীফের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মুরশেদ শায়খ মুস্তফা আল হিন্দি (রহঃ) ১২৬১ হিজরিতে মদিনা মোনাওয়ারাস্ত মাদ্রাসায়ে মাহমুদিয়াতে অবস্থানকালে এই দরূদ শরীফের সনদ তাঁকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মিলনের এবং ইলমে হাকিকতের জ্ঞান লাভ করার অনুকূল কোন বিশিষ্ট যিকিরের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শায়খ হিন্দি (রহঃ) আয়াতুল কুরসি ও তৎপর এই দরূদের শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, 'যদি তুমি সর্বদা এই দরূদের আমল কর তাহলে সরাসরি-নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবে এমন কি তুমি রূহানী ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।' তিনি আরও বলেছেন যে ইহার ফযিলত সমূহ অনেকের দ্বারাই পরীক্ষিত। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'হে বৎস! তুমি এই দরূদের আমল নিয়মিত ভাবে কর এবং দুনিয়ার যেখানেই থাক না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক তোমার দৃষ্টির আড়াল হবে না।'

হক্কি নাজেলী (রহঃ) বলেছেন যে, প্রথম যে রাতে আমি এই দরূদ শরীফ পাঠ আরম্ভ করলাম সেই রাতে ১০০ বার পড়িলাম এবং সেই রাতেই নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন যোগে দেখলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'তোমার জন্য আমার শাফায়াত, তোমার পিতামাতার জন্য এবং তোমার ভ্রাতৃ বৃন্দের জন্যও শাফায়াত।' তিনি বলেছেন যে, তিনি অনেক বন্ধু বান্ধবকে এই দরূদর ফযিলত সম্বন্ধে বলেছেন এবং যাঁরা তদনুযায়ী আমল করেছেন তাঁরা সকলেই অতি আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। দরূদ শরীফটি নিম্ন রূপ -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ফী কুল্লি লামহাতিন ওয়ানাফাসিম বিআদাদি কুল্লি মা-লুমিল্লাকা ।"

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের সরদার মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর এবং আমাদের সরদার মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশধর গণের উপর প্রতি মুহূর্তে অনবরত আপনার জ্ঞানের ভিতর যা কিছু জানা আছে তাহার সংখ্যা পরিমাণ রহমত বর্ষণ করুন । (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ১৫২)

★ আবুল কাসেম খাফফাক (রহঃ) বলেন, 'একদা শিবলী(রহঃ) শায়খ আবু বকর ইবনে মুজাহেদের মসজিদে উপস্থিত হলেন। শায়খ আবু বকর (রহঃ) তাঁর সন্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন। এতদ দর্শনে তাঁর অনুসারিগণ বললেন, যখন উজির সাহেব আগমন করেন তখন তো আপনি তাঁর সন্মানার্থে দাঁড়ান না, অথচ এখন শিবলী (রহঃ)- এর জন্য দাঁড়াইলেন, ইহার কারণ কি? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা কি আমার উচিত নয়? আমি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি বললেন,' হে আবু বকর! আগামীকাল তোমার নিকট একজন বেহেশতী আসিবে, সে আসিলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করিও।' ইহার ২/৩ দিন পর ' আবার আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বললেন 'তুমি যেমন একজন বেহেশতীকে সম্মান প্রদর্শন করেছ তেমনি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সম্মানিত করুন। আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, শিবলী(রহঃ)- এর এই সম্মান লাভ হইল কি প্রকারে? তিনি বললেন,' যেহেতু সে পাঁচ ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর -

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ – فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

'লাকাদ জা আকুম রাসুলুম --------আজিম' (সূরা তওবা- আয়াত ১২৮-১২৯),

আয়াতের অর্থ: ১২৮- তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট অবশ্যই এক রাসুল এসেছেন, তোমাদের কষ্ট ভোগ তাঁর পক্ষে দুঃসহ, তিনি তোমাদের কল্যাণকামী মুমিনদের প্রতি তিনি বড়ই স্নেহশীল ও পরম দয়ালু ।

১২৯- অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের মালিক ।

এই আয়াত পাঠ করিয়া ৩ বার বলে-

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَبَارَكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ

'সাল্লালাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াবারাকা ইয়া সাইয়াদানা মুহাম্মাদু ।'

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন ।

এই আমল সে ৮০ বছর যাবৎ করে আসছে। যে ব্যক্তি এইরূপ করেন তাঁকে কি আমি সম্মান প্রদর্শন করব না?

এটা হাফেজ আবু মুসা বিশকাওয়াল এবং আব্দুল গণী ইবনে সাইদ বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেন। (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ১০২)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِىْ اَدْرِكْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. ★

‘আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ক্বাদ দ্বা-ক্বাত হী-লাতি আদ্‌রিকনী ইয়া রাসূলুল্লাহ ।’

অর্থ: হে আল্লাহ আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত নাযিল এবং সালাম প্রেরণ করুণ, সম্ভবত আমাদের কৌশল সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে । ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে । ইয়া রাসূলাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে বুঝ দান করুণ ।

উক্ত দরূদ শরীফ ইবনে আবেদীন (র.) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন । বর্ণিত আছে যে দামেস্ক অধিবাসী শায়খ আহমদ হালাবী একজন বুযুর্গ লোক ছিলেন । ঘটনাক্রমে তিনি একবার দামেস্কের এক উজীরের বিরাগ ভাজন হইয়া সারা রাত্র ভীত সন্ত্রস্তভাবে কাটান । তৎপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিতে পান । হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাকে অভয় দান করেন ও এইরূপ শিক্ষা দেন এবং বলেন ‘যদি কেহ এই দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে আল্লাহ তা’আলা তাহার দুঃখ মোচন করিবেন ।’

অতঃপর তিনি জাগ্রত হইয়া অনুরূপ আমল করিলেন এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতে আল্লাহ তা’আলা তাঁহাকে বিপদমুক্ত করিলেন । শায়খ সাইয়েদ মুহাম্মদ শাকের বলিয়াছেন যে একদা তিনি কোন বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি উপরোক্ত দরূদ শরীফ আবৃত্তি করিতেছিলেন । ১০০ বার কদম চলিতে না চলিতেই আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁহাকে বিপদমুক্ত করিলেন । উপরোল্লেখিত আউলিয়া কেরাম এবং আরও অনেক বুযুর্গান আরও অনেক ক্ষেত্রে ইহার প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইহার ফযীলত পরীক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ১৫৩)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَفِى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. ★

‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ফিল আওয়ালীনা ওয়াল আ-খেরীন ওয়া ফিল মালায়িল আ’লা ইলা ইয়াউমিদ দীন ।’

অর্থ: হে আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং তার পূর্ববর্তী বংশধর ও পরবর্তী বংশধর এবং সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের প্রতি ।

ইমাম শা’রানী (র.) বলিতেছেন যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে উপবিষ্ট আছেন এমতাবস্থায় একজন লোক আসিয়া বলিল:

السلام عليكم يا اهل العز الشامخ والكريم الباذخ

(অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক সুউচ্চ সম্মানিত এবং মহান ব্যক্তিত্ব ।)

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে তাঁহার ও আবু বকর রাদীয়াল্লাহু আনহুর মধ্যবর্তী স্থানে বসাইলেন তাহাকে অগ্রবর্তী করিতে দেখিয়া উপস্থিত সাহাবাগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন । তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন ‘জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে সংবাদ দিলেন, ‘এই ব্যক্তি আমার উপর এমন দরূদ শরীফ পড়ে যাহা ইতিঃপূর্বে আর কেহ পড়ে নাই ।’ তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলিলেন, ‘সে কিরূপ দরূদ শরীফ পড়ে, হে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম?’ তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত দরূদ শরীফের কথা

বলিলেন । (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ১৫৯)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ ★
وَالْهَادِىْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ.

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়াবারিক আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিনিল ফাতিহি লিমা উগলিক্বা ওয়াল খাতিমি লিমা সাবাক্বা ওয়ান না-সিরিল হাক্কা বিল হাক্কি ওয়াল হা-দী ইলা সিরাতিকাল মুস্তাকীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী হাক্কা ক্বাদরিহী ওয়া মিক্বদারিহিল আযীম ।

অর্থ: হে আল্লাহ সালাতু সালাম শান্তি এবং বরকত নাযিল করুন আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি বন্ধ করা বিষয়ের উন্মুক্তকারী এবং পূর্বে শুরু হওয়া বিষয়ের পরিসমাপ্তিকারী এবং সত্যের মাধ্যমে সত্যের সাহায্যকারী এবং আপনার সঠিক সহজ সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শনকারী । আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর পরিবার পরিজনের উপর ও তাঁর সাহাবীগণের উপর রহমত নাযিল করুন, তাঁর প্রাপ্য পরিমাণ এবং তার পরিমাণ অনেক বড় ।

আল্লামা আহমদ সা’বী (রা.) বলিয়াছেন যে, এই দরূদে ফাতেহা স্বনাম ধন্য আরেফে কামেল মুহাম্মদ বকরী (রা.) আমল করিতেন এবং বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ জীবনে একবার পড়িবে সে দোযখে যাইবে না ।’ পশ্চিম দেশীয় কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন যে এই দরূদ শরীফ তাঁহার উপর আল্লাহ তা’আলার তরফ হইতে দৈববাণী স্বরূপে সাহিফার আকারে নাযিল হইয়াছিল । কোন কোন আরেফ বলিয়াছেন যে এই দরূদ শরীফ ১বার পড়া অন্যান্য ১০,০০০ দরূদ শরীফের সমতুল্য এবং কাহারও মতে ৬০০,০০০ দরূদ শরীফের সমতুল্য । যে এই দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে ৪০দিন পড়িবে, আল্লাহ তা’আলা তাহার সমুদয় গুনাহ মাফ করিবেন । যে ব্যক্তি ইহা বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও সোমবার রাত্রে ১০০০ বার করিয়া পড়িবে, সে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে । নিয়ম হইল চারি রাকাত নামাযান্তে ১০০০ বার পড়া । এই চারি রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরায়ে কদর, দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ইজা জুল জিলা, তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে কাফেরূন এবং চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফালাক্ ও সূরায়ে নাস । তিনি বলিতেছেন, কেহ ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন ।” কারণ, ইহা তাঁহার নিজের পরীক্ষিত । আরেফীনদের শিরোমণি শায়খ্ আবদুল ক্বাদের জিলানী (রহ.) ও এই দরূদ পাঠ করিতেন । তিনি বলিয়াছেন “ইহা তরিকতের প্রথম অবস্থায় ও মধ্য অবস্থায় অর্থাৎ উভয় অবস্থায়ই উপকারী । অনেক আরেফীন বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে এত সব গূঢ় রহস্য ও আশ্চর্য বিষয় নিহিত রহিয়াছে যে জ্ঞানীগণও তাহাতে হয়রান হইয়া গিয়াছেন । নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সর্বদা দৈনিক ১০০ বার করিয়া পড়ে, তাহার পরিমাণ আল্লাহ জাল্লা শানুহু ব্যতীত আর কেহই জানে না । (হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারাতুলাহ (মেদিনীপুরী) প্রণীত ফদ্‌লুস্ সালাওয়াত, পৃষ্ঠা ১৬৬)

--- সমাপ্ত ---